إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

আমি তোমাদিগকে সীমার ভিতরে থাকিয়া
উপকরণ বা উপায়াবলম্বন করিতে নিষেধ করি না;
কিন্তু যে খোদা উপকরণ প্রদান করিয়াছেন,
তাঁহাকে ভুলিয়া অন্যান্য জাতির অনুকরণে
শুধু পার্থিব উপকরণের উপর সম্পূর্ণ
নির্ভর করিতে আমি তোমাদিগকে
নিষেধ করি। —কিশ্‌তিয়ে নূহ্

নব পর্যায়ে ৪২শ বর্ষ ॥ ১৭শ সংখ্যা
৬ই জমাদিউস সানি. ১৪০৯ হিঃ ॥ ২রা মাঘ : ১৩৯৫ বাংলা ॥ ১৫ই জানুয়ারী. ১৯৮৯ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৪০·০০ টাকা ॥ ভারত ৭২·০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৮৯

৪২শ বর্ষ :
১৭শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন : (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)	বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া কর্তৃক প্রকাশিতব্য কুরআন মজীদ থেকে উদ্ধৃত	১
হাদীস শরীফ :	বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া কর্তৃক প্রকাশিতব্য নির্বাচিত হাদীসের পুস্তক থেকে উদ্ধৃত	৫
অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদক : মাওলানা ফারুক আহমদ শাহিদ	৬
জুমু'আর খুৎবা :	হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) অনুবাদক : মাওলানা এমদাদুর রহমান সিদ্দীকি	৮
একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা—(৪৭) :	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৪
কবিতা :	আলহাজ্ব চৌধুরী আবদুল মতিন	১৬
কবিতা :	জনাব গোলাম মহিউদ্দীন	১৭
আনসারুল্লাহ্‌ বারতা :	জনাব সরফরাজ আব্দুস সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	১৮
আপনার পত্র পেলাম :	মোহতারম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ন্যাশনাল আমীর, বাঃ আঃ আঃ	২২
ছোটদের পাতা :	উপস্থাপনায়-'নানাভাই'	২৪
বিজ্ঞপ্তি :		২৫
সংবাদ :		২৬
একটি প্রশ্নের উত্তর :	সাহেবুল কাহ্‌ফ	৩৪
সম্পাদকীয় :		৩৫

স্মরণাতীত কালের সবচেয়ে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা

ঢাকা, ১৫-১-৮৯ : খবরে প্রকাশ, অদ্য ৭-২০ মিঃ সময় ঢাকা চট্টগ্রাম লাইনের টঙ্গী-পুবাইল রেল ষ্টেশনের মাজুখান সেতুর কাছে স্মরণাতীত কালের এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৭৩জন লোক নিহত হয় এবং শত শত যাত্রী আহত হয়।

বাংলাদেশ সরকার ১৬ই জানুয়ারী 'জাতীয় শোক দিবস' হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখানে প্রকাশ থাকে যে, দুর্ঘটনার পরে 'রেড ক্রিসেন্ট' কর্তৃক রক্তদানের আবেদন করা হলে মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কতিপয় সদস্য রক্ত দান করেন। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। নিহত ও আহতদের পরিবার পরিজনের নিকট আমরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং এই শোকে সমগ্র জাতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি।

'আহ্‌মদী বার্তা'

وعلى عبده المسيح الموعود نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪২শ বর্ষ ১৭শ সংখ্যা

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৮৯ ইং ১৫ই সুলাহ্, ১৩৬৮ হিঃ শামসী ৩১শে পৌষ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন ও সংক্ষিপ্ত তফসীর
সূরা আল্ বাকারা-২

(১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

২৩। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা এবং আকাশকে ছাদ (৪৩) স্বরূপ করিয়াছেন, এবং মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা তিনি তোমাদের জন্য রিয্‌ক স্বরূপ নানাবিধ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করিয়াছেন, অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করিও না, এমতাবস্থায় যে তোমরা জ্ঞাত আছ।

২৪। এবং যদি তোমরা উহার সম্বন্ধে সন্দেহে থাক যাহা আমরা আমাদের বান্দার উপর নাযেল করিয়াছি তাহা হইলে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরা উপস্থাপন কর, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সাহায্যকারীকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী(৪৪) হও।

৪৩। এই বক্তব্যটি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, একটি ছাদ বা দালান যেমন ইহার নীচে বা ইহার ছায়াতলে বসবাসকারীর নিরাপত্তা বিধান করে, তেমনি নিখিল বিশ্বের বিভিন্ন দূরবর্তী অংশগুলিও আমাদের পৃথিবী নামীয় গ্রহটির নিরাপত্তা বিধান করিয়া থাকে। যাহারা আকাশমালা, তারকারাজি, মেঘ-বৃষ্টি ইত্যাদি অন্যান্য আকাশমণ্ডলের দৃশ্য ও ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন, তাহারা জানেন যে, পৃথিবী হইতে অনেক বড় বড় বস্তু পৃথিবীর উপরে সবদিকে থাকিয়া, নিজ নিজ কক্ষপথে নিঃসীম শূন্যে ভাসমান অবস্থায় রহিয়া, পৃথিবীর স্থিতি ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করিতেছে। এখানে ইশারা দেওয়া হইয়াছে যে, এই বস্তুজগতের পূর্ণতা ও সার্থকতা নির্ভর করে, পার্থিব ও ঐশী উভয় ধরণের শক্তির সমন্বয় সাধনের উপর।

৪৪। কুরআনের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মহাত্ম্যের কথা, কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি স্থানে বর্ণিত হইয়াছে যথা: ২:২৪; ১০:৩৯; ১১:১৪; ১৭:৮৯; ৫২:৩৪-৩৫। এই পাঁচটির মধ্যে দুইটি স্থানে (২:২৪ এবং ১০:৩৯) একই ধরণের চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইয়াছে। অন্য তিনটি স্থানে তিনটি ভিন্ন প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ দিয়া, অবিশ্বাসীগণকে মোকাবেলার আহ্বান জানানো হইয়াছে। চ্যালেঞ্জের ধরণের মধ্যে এই যে বিভিন্নতা, তাহা আপাতদৃষ্টিতে সামঞ্জস্যহীন মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহা নহে, প্রকৃতপক্ষে, চ্যালেঞ্জের আয়াতগুলিতে এমন কতগুলি দাবী

আছে, যেগুলি চিরস্থায়ী। তাই হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর সময়ে যেমন বিভিন্ন আকারে এই চ্যালেঞ্জগুলি বলবৎ ছিল, তেমনি আজও সেইগুলি সমভাবেই বলবৎ রহিয়াছে।

চ্যালেঞ্জগুলির বিভিন্ন ধরণকে ব্যাখ্যা করার পূর্বে ইহা জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, কুরআনের যে সব স্থলে এই মোকাবেলার আহ্বান (চ্যালেঞ্জ) জানানো হইয়াছে, সেই সেই স্থলে সঙ্গে সঙ্গে ধন-দৌলত ও শক্তি-মত্তার উল্লেখ রহিয়াছে। তবে, এই আয়াতটিতে এর ব্যতিক্রম রহিয়াছে, কেননা এই আয়াতটি ১০ : ৩৯ আয়াতের পুনরুল্লেখ মাত্র। ইহা হইতে একটি সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায় যে, ধন-দৌলত ও ক্ষমতার সাথে, কুরআনের অনুরূপ কিংবা ইহার অংশ বিশেষের অনুরূপ আয়াতাদি রচনার চ্যালেঞ্জের মধ্যে, কোন না কোনভাবে, একটা যোগসূত্র রহিয়াছে। যোগসূত্রটি এই কথার মধ্যে রহিয়াছে যে, কুরআনকে অমুসলমানদের কাছে অমূল্য ধন রূপে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। অবিশ্বাসীরা মহানবী (সাঃ) এর কাছে ধন-দৌলত ও অর্থ-সম্পদাদি দাবী করিত (১১ : ১৩); ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, তিনি (সাঃ) কুরআনের আকারে যে মহাসম্পদ লাভ করিয়াছেন তাহা তুলনা বিহীন। তাহারা এই প্রশ্নও উত্থাপন করিত যে, রসূলে পাক (সাঃ)-এর কাছে কোনও ফিরিশ্‌তা আসে না কেন (১১ : ১৩)? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ফিরিশ্‌তা নিশ্চয় রসূলে পাক (সাঃ) কাছে আসিয়াছেন এবং তাহারা তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বরূপ তাঁহার (সাঃ) কাছে আল্লাহ্‌র বাণীও পৌঁছাইয়া দিতেছেন। এইভাবে, অবিশ্বাসীদের দাবী 'ধন-সম্পদ আন ও ফিরিশ্‌তা দেখাও'—এই দুইটি দাবীরই উত্তর কুরআনে একসাথে দেওয়া হইয়াছে যে কুরআনই ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে আনীত অতুলনীয় ধন, যাহার অনতিক্রমনীয় শ্রেষ্ঠত্বের মোকাবেলা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। এখন চ্যালেঞ্জ-সম্বলিত বিভিন্ন আয়াতগুলি পৃথক পৃথকভাবে পর্যালোচনা করা যাউক। সবচেয়ে বড় দাবী করা হইয়াছে ১৭ : ৮৯ আয়াতে, যেখানে অবিশ্বাসীগণকে সারা কুরআনের অনুরূপ সর্বগুণসম্পন্ন একখানা কিতাব রচনার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইয়াছে। এই চ্যালেঞ্জে তাহাদিগকে বলা হয় নাই যে, তাহাদের কিতাবকে আল্লাহ্‌র বাণী রূপে উপস্থাপন করিতে হইবে। তাহাদের নিজের লিখা কিতাব হিসাবে ইহা উপস্থাপন করিয়া ঘোষণা করিতে হইবে যে, ইহা কুরআনের সমকক্ষ বা কুরআন হইতে উত্তম। কিন্তু যেহেতু সম্পূর্ণ কুরআন তখনও অবতীর্ণ হয় নাই, অতএব, সমস্ত কুরআনের মোকাবেলা করার প্রশ্ন তাৎক্ষণিক ছিল না বরং এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটি ভবিষ্যদ্বাণী এইভাবে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, অবিশ্বাসীরা কস্মিন কালেও কুরআনের সমকক্ষ কোন কিতাব রচনা করিতে সক্ষম হইবে না। অসম্পূর্ণ অবস্থায় কুরআন উক্ত চ্যালেঞ্জের সময় যতটুকু ছিল, ততটুকুরও না এবং সম্পূর্ণ হইবার পর যতটুকু হইল, ততটুকুরও না! এই চ্যালেঞ্জ শুধু রসূলে পাক (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় যেসব অবিশ্বাসী ছিল, তাহাদের জন্যই সীমাবদ্ধ নহে বরং অনাগত ভবিষ্যতের অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী ও সমালোচকদের সকলের জন্যই ইহা প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

১১ সূরার ১৪ আয়াতে দশটি সূরার সমকক্ষতা করার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইয়াছে, ইহার কারণ এই যে, অবিশ্বাসীরা তখন সমস্ত কুরআনের উপর আপত্তি উত্থাপন না করিয়া, কয়েকটি অংশ বিশেষের দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করিয়া আপত্তি জানাইয়াছিল। তাই এই ক্ষেত্রে তাহাদিগকে সমস্ত কুরআনের মোকাবিলার আহ্বান না জানাইয়া, দশটি সূরা রচনা করিবার আহ্বান করা হইল যাহা তাহাদের অনুমিত দোষ-যুক্ত কুরআনী অংশগুলির সমকক্ষতায় টিকিতে পারিবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৭:৮৯তে সমস্ত কুরআনকে একটি পরিপূর্ণ ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন কিতাব বলিয়া দাবী করা হইয়াছে, অতএব, সেখানে সমস্ত কুরআনের মোকাবিলায় উহারই মত সর্বাংশে সমকক্ষ কিতাব আনার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ১১:১৪তে যে চ্যালেঞ্জ আছে, তাহার মূল কারণ ছিল অবিশ্বাসীদের এই দাবী যে, কুরআনের স্থানে স্থানে ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান; সমস্ত কুরআনেই দোষত্রুটি রহিয়াছে বলিয়া তাহারা এই ক্ষেত্রে দাবী করে নাই। অতএব, তাহাদিগকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইল, তাহারা যে কোন দশটি সূরা যাহা ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া তাহারা মনে করে, তাহারই সমকক্ষতা করিয়া যেন দেখাইয়া দেয়। দশম সূরার ৩৯ আয়াতে অবিশ্বাসীদিগকে কুরআনের যে কোন একটি মাত্র সূরার মোকাবিলা করিতে বলা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, উপরে উল্লেখিত সূরার দুই আয়াতের মত এখানে অবিশ্বাসীদের কোন অনুযোগের প্রেক্ষিত অনুপস্থিত। এখানে কুরআন নিজের পরিপূর্ণতার দাবী নিজের তরফ হইতে উত্থাপন করিতেছে, অবিশ্বাসীদের অনুযোগে বা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নয়। দশম সূরা ৪৮ আয়াতে কুরআন দাবী করিয়াছে যে, ইহার (কুরআনের) পাঁচটি অতিশয় উচ্চ স্তরের গুণ রহিয়াছে। এই দাবীর সমর্থনে পরবর্তী; (৩৯ আয়াতে), স্বীকারকারী সংশয়বাদীগণকে চ্যালেঞ্জ দান করা হইয়াছে তাহারা যেন ঐ পাঁচটি গুণ-সম্বলিত (দশম সূরার মত) একটি সূরাই রচনা করিয়া জন-সমক্ষে হাযির করে। আলোচ্য আয়াতে (২:২৪) পঞ্চম বারের মত চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হইয়াছে। এখানেও দশম সূরার ৩৯ আয়াতের মতই অবিশ্বাসীগণকে কোন সূরার মত একটি সূরা তৈরী করিয়া আনিতে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হইয়াছে। এই চ্যালেঞ্জের পূর্বের আয়াতে এই দাবী করা হইয়াছে যে, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণকে কুরআন পথ দেখাইয়া ও পথে চালাইয়া নিয়া আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে পৌঁছাইয়া দেয়। অবিশ্বাসীগণকে বলা হইতেছে যে, তাহারা যদি কুরআনকে ঐশী-বাণী বলিয়া বিশ্বাস না করে, তাহা হইলে যে কোন একটি সূরার সমকক্ষ সূরা তাহারা রচনা করিয়া দেখাইয়া দেউক যাহা পাঠক বা অনুসারীর মনকে সমভাবে আধ্যাত্মিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায়, এই চ্যালেঞ্জগুলির একটি অপরটি হইতে পৃথক; কোনটিই পরস্পর বিরোধী নহে। প্রত্যেকটি চ্যালেঞ্জ স্বকীয় স্থানে বলবৎ রহিয়াছে এবং চিরকালের জন্য বলবৎ থাকিবে। যেহেতু কুরআন পবিত্রতম ও উর্দ্ধাঙ্গীণ ভাবধারার বাহক, সেই কারণে ইহার রচনা-শৈলী ও সাহিত্যিক গুণাবলী সর্বোচ্চ স্তরের হওয়া অপরিহার্য ছিল,

২৫। কিন্তু যদি তোমরা এইরূপ করিতে না পার—এবং তোমরা কখনও এইরূপ করিতে পারিবে না—তাহা হইলে সেই অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা কর, যাহার ইন্ধন(৪৫) মানুষ(৪৬) এবং প্রস্তরসমূহ, যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

যাহাতে বিষয়-বস্তু ও ভাবধারার স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা কোন দিক দিয়া ম্লান না হয় এবং কুরআনের বিমল ও পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ব্যাহত ও ক্ষুন্ন না হয়। তাই অবিশ্বাসীগণকে কুরআনের মত বা কুরআনের সমকক্ষ কিতাব রচনার চ্যালেঞ্জ যে আকারেই দেওয়া হউক না কেন, বিষয়-বস্তু, আদর্শ ও ভাবধারা এবং রচনা-শৈলী ও প্রকাশ-ভঙ্গি ইত্যাদি সব কিছুই এই চ্যালেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

৪৫। 'ইন্ধন' শব্দটি এখানে রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে পৌত্তলিকতাকে এখানে দোযখের শাস্তির মূল কারণ বলা হইয়াছে। মূর্তিকে ও মূর্তিপূজাকে দোযখের আগুনের ইন্ধন বলা হইয়াছে। প্রস্তর মূর্তিগুলি, যাহাকে পৌত্তলিকরা উপাস্যরূপে পূজা করে, ইহারাও দোযখের ইন্ধন। এদের উপাসকগণ ঘৃণা ও লাঞ্ছনার আগুনে পুড়িবে, যখন তাহারা দেখিবে যে, তাহাদের উপাস্য মূর্তিগুলিও দোযখের ইন্ধন রূপে জ্বলিতেছে।

৪৬। 'আন্নাস্' (মানুষ) ও 'আল্ হিজারাতু' (প্রস্তরগুলি) বলিতে দুই ধরণের দোযখবাসীকে বুঝাইতে পারে। 'আন্নাস্' বলিতে ঐ সকল অবিশ্বাসীদিগকে বুঝাইতে পারে যাহাদের মনে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা আছে এবং আল্ হিজরাতু বলিতে ঐ সকল অবিশ্বাসীদিগকে বুঝাইতে পারে যাহাদের মনে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা মোটেই অবশিষ্ট নাই। তাহারা পাথর হইতে কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। শব্দটি 'হাজর'-এর বহুবচন যাহার অর্থ প্রস্তর, পাথরের ঢিলা, সোনা, বুড়লোক ও নেতা (লেইন)। (চলবে)

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ্ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন, এবং তাহার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন। ['আমাদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হাদিস শরীফ

(১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

খোদার ভালবাসা

১০। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, হযরত দাউদ (আঃ) নিম্নলিখিত ভাবেও দোয়া করিতেন, "হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার ভালবাসা কামনা করি এবং ঐ সকল ব্যক্তির ভালবাসাও কামনা করি যাহারা তোমাকে ভালবাসে এবং ঐ সকল (পুণ্য) কর্ম যেন করিতে পারি যাহা তোমার ভালবাসার নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। হে আল্লাহ্! তোমার ভালবাসাকে আমার নিকট আমার প্রাণ, আমার পরিবার-পরিজন এবং ঠাণ্ডা পানির (যাহা মৃতপ্রায় পিপাসার্ত ব্যক্তির নিকট প্রিয়) চাইতেও প্রিয় করিয়া দাও। (তিরমিযী)

১১। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তিনটি এমন গুণ আছে, কোন ব্যক্তি যদি উহাদের অধিকারী হয় তাহা হইলে সে ঈমানের মিষ্টি-স্বাদ উপলব্ধি করিবে। (আর সেই গুণগুলি হইল :) আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল অন্যান্য সকল বস্তু হইতে তাহার নিকট অধিক প্রিয় হওয়া, শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কোন ব্যক্তিকে ভালবাসা এবং অবিশ্বাস হইতে আল্লাহ্তা'লা তাহাকে রক্ষা করিবার পর পুনঃ উহাতে ফিরিয়া যাওয়া তাহার নিকট সেই ভাবে অপসন্দনীয় যেভাবে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপসন্দ করে। (বুখারী)

১২। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মো'মেন যদি জানিতে পারিত যে, আল্লাহ্র কাছে যাহা কিছু শাস্তির জন্য নির্ধারিত আছে তাহা হইলে কেহ কখনও তাঁহার জান্নাত পাওয়ার আশা করিত না এবং কাফের যদি আল্লাহ্র রহমত হইতে তাঁহার নিকট যাহা কিছু আছে উহার সম্বন্ধে জানিত তাহা হইলে কেহ কখনও তাঁহার জান্নাত হইতে নিরাশ হইত না। (মুসলিম)

১৩। হযরত ওয়াসেলা ইবনে আল্ আকসা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'মহান বরকতময় আল্লাহ্তা'লা বলেন, আমি আমার বান্দার সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি যেইরূপ সে আমার সম্বন্ধে ধারণা করে, অতএব, সে আমার সম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা ধারণা করুক।" (বুখারী)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক :— মাওলানা ফারুক আহমদ শাহিদ, সদর মুরব্বী

আমি আমার নিজ জামা'তের মঙ্গলার্থে অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এটাই মনে করি যে, তাক্‌ওয়া সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করি। কেননা এই বিষয়টি বুদ্ধিমানদের নিকট অবিদিত যে, তাক্‌ওয়া বিবর্জিত কোন কিছুতেই আল্লাহ্‌তা'লা সন্তুষ্ট হন না। আল্লাহ্‌তা'লা ঘোষণা করিয়াছেন যে,

ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

(النحل : ١٢٩)

অর্থ :—নিশ্চয় আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের সঙ্গে আছেন যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা সৎকর্মশীল। (অনুবাদক)

আহ্‌মদীয়া জামা'তকে বিশেষ করে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করা উচিত।

আমাদের জামা'তের জন্য বিশেষ ভাবে তাক্‌ওয়ার প্রয়োজন। কারণ বিশেষ করিয়া এই দৃষ্টি-কোণ হইতে লক্ষ্য করিলে যে, তাহারা এমন একজন লোকের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও তাহার বয়াতের সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত যিনি প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবী রাখেন। যেন ঐ সমস্ত লোক যাহারা যে কোন প্রকারের ঈর্ষা, দ্বেষ অথবা শির্‌কের মধ্যে সমাবৃত ছিলেন, অথবা ভীষণ ভাবে পার্থিবতায় লিপ্ত ছিলেন, ঐ সমস্ত বিপদাবলী ও দুর্দশা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন।

আপনারা জ্ঞাত আছেন যে, কেহ যদি অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহার সেই অসুখ অল্প হউক কিংবা কঠিন হউক যদি তাহার ঔষধের ব্যবস্থা করা না হয়, চিকিৎসার ব্যাপারে যত্ন না নেওয়া হয়, তাহা হইলে এই রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। যদি একটি কাল চিহ্ন কাহারও মুখমণ্ডলে দৃষ্ট হয় তাহা হইলে এটা একটা বিরাট দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কারণ এই ক্ষুদ্র চিহ্নটুকুই শেষ পর্যন্ত সমগ্র মুখমণ্ডলকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া ফেলে। ঠিক

এই ভাবেই প্রথমতঃ পাপ একটি ক্ষুদ্র কাল চিহ্নের রূপ ধারণ করে। ক্ষুদ্র পাপই অবহেলা ও অপরিণাম দর্শিতার কারণে মহা পাপে পরিণত হয়। তদ্রূপ সগীরাহ গুণাহ ঐ ক্ষুদ্র কাল চিহ্ন-স্বরূপ যাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া পরিণামে সমস্ত মুখমণ্ডলকে মসি-লিপ্ত করিয়া ফেলে।

আল্লাহ্‌তা'লা বড়ই করুণাময় ও ক্ষমাশীল। ঠিক তদ্রূপই তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী ও শাস্তিদানকারীও বটেন। আল্লাহ্‌তা'লা যখন একটি জামা'তকে পর্যবেক্ষণ করেন যে, তাহারা শুধু বাক-সর্বস্ব এবং আত্ম-প্রকাশ ও আত্ম-শ্লাঘায় লিপ্ত, কিন্তু তাহাদের কার্যক্রমের অবস্থা ও মান অত্যন্ত শোচনীয়, তখন তাঁহার ক্রোধ প্রজ্জলিত হয়। এমতাবস্থায় এরূপ জামা'তকে শাস্তি প্রদান করার জন্য তিনি কাফেরদিগকেই মনোনীত করেন। যাহারা ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তাহারা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে, বহুবার মুসলমানদিগকে কাফের-বিধর্মীদের হস্তে নিধন করা হইয়াছে; যেমনঃ চেঙ্গীস খান ও হালাকু খান মুসলমানদিগকে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করিয়াছিল। যদিও আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানদের সহিত পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ, তবুও কেন মুসলমানরা পরাজিত হইয়াছে? এরূপ ঘটনা তো বহুবার সংঘটিত হইয়াছে। উহার কারণ একমাত্র ইহাই যে, যখন আল্লাহ্‌তা'লা দেখেন যে, তাঁহার বান্দা শুধু মৌখিকভাবে لا إله إلا الله উচ্চারণ করে, কিন্তু তাহার অন্তর সম্পূর্ণভাবে বিপরীত দিকে আকৃষ্ট এবং কার্যতঃ সম্পূর্ণভাবে পার্থিবতার পঙ্কিলে নিমজ্জিত, তখন তাঁহার ক্রোধ নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করে।

(বক্তৃতা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৯৭ আন্‌ফাসে কুদসীয়া, ৩-৪পৃঃ)

(১২ পৃঃ পর)

হুযুর (আইঃ) বলেনঃ নেযামে খেলাফতের হেফাযতের জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ নেযাম থাকার ফলে আমি জামা'তী অবস্থা সম্বন্ধে অবগত থাকি। কিন্তু জামা'তী নেযামের যে বিভাগকে এই সকল বিষয়ে স্বয়ং সচেতন থাকা এবং আমাকে অবগত রাখা উচিৎ, সে বিভাগ গাফিল থাকে। অনেক সময় জামা'তের কোন ব্যক্তিগত পত্রের মাধ্যমে আমি জামা'তের দুর্বলতা সম্বন্ধে অবগতি লাভ করি, কিন্তু জামা'তী নেযামের পক্ষ থেকে এইজন্য আমাকে অবগত করানো হয় না যে আমি কষ্ট পাব। অথচ মন্দ বা খারাপ কথার ফলে কষ্ট পাওয়াই সুস্থ জীবনের জন্য আবশ্যক। এবং মন্দ সম্বন্ধে অবগত না হওয়ার ফলে রোগ আরো বিস্তার লাভ করে। এই কষ্ট পাওয়া আসলে তো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে! যদি আমাদের জামা'তে "কুকর্ম"কে দেখে কষ্ট পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, তবে ধরে নেবেন যে জামা'ত পংগু হয়ে পড়েছে। সমাজ পংগু হয়ে পড়েছে। অতএব এর জন্য চিন্তা করা প্রয়োজন। এই সকল পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য নিয়্যাত ঠিক হওয়া প্রয়োজন। তারপর নফস, চেতনাবোধ এবং পর্যবেক্ষণের নেযামকে রক্ষা করা জরুরী। এবং ইহাও লক্ষ্য করা উচিৎ যে পাপকে দেখে কষ্ট হচ্ছে কি না? যদি পাপ (গুণাহ) দেখে কষ্টবোধ হয়, তবে ইনশাল্লাহ্ এই কষ্টের মধ্য থেকে "জীবন" জন্ম লাভ করবে। আর যদি কষ্টবোধ (আল্লাহ্ না করুণ) হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তবে খুব বেশী চিন্তার বিষয় হবে, আল্লাহ্ আমাদিগকে এই মহান দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন। যে দায়িত্ব আমাদের উপর শুধু নিজেদের সংশোধনের জন্য নয়—বরং অন্যদের সংশোধনের জন্যও অর্পিত হয়েছে। (এ বিষয়ে আগামী বর্ণনা অব্যাহত থাকবে।)

"যমীমা মেসবাহ্"—রাবওয়া অক্টোবর '৮৮

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

অনুবাদ : ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী

[১৪ই অক্টোবর ১৯৮৮ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফযলে প্রদত্ত]

আল্লাহ্ তা'লার জামা'ত হিসাবে জামা'তে আহ্মদীয়াকে পাপ-মুক্ত হতে হবে। পারিবারিক পরিবেশকে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ করতে হবে, নতুবা পিতা-মাতাকে আল্লাহ্র সমীপে জবাব দিতে হবে। এ ধরণের পরিকল্পনা নিতে হবে যেন পিতা-মাতারও তরবীয়তের ব্যবস্থা হয়।

তাশাহুদ, তায়াউয এবং সূরা ফাতেহার পর হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) সূরা হুদের ৪১-৪৪ আয়াত পাঠ করেন। তারপর হুযুর (আইঃ) বলেন :

আমি আজ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই আয়াতগুলি পাঠ করেছি। বাহ্যতঃ আপনারা মনে করছেন যে, আমি হয়ত ঐ ভয়াবহ বন্যার কথা বলব যা পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে এমন ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে যে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ-দের মতে বিগত একশ বছরে বা অনেকের মতে বিগত তিনশ বছরে এমন বন্যা কখনও দেখা যায়নি। কিন্তু আজকে আমার আলোচনার বিষয় এই বন্যা নয়। এ রকম প্লাবন মাঝে মাঝে আসে এবং চলে যায়। তবে এ ধরণের প্লাবন কোন বিশেষ ঘটনার প্রতি ইংগিত স্বরূপ এসে থাকে এবং এমন প্লাবন শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক দুর্যোগ স্বরূপ নয়, বরং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির তকদীর স্বরূপ এ ধরণের প্লাবন এসে থাকে। এর পেছনে আপনি এক পাপের প্লাবন দেখবেন। এবং এই আভ্যন্তরীণ পাপের বন্যার প্রতি মানব সমাজকে ইংগিত করার এবং তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। সুতরাং আল্লাহ্র এই ইংগিতকে বুঝে নেওয়া একজন ঈমানদারের কর্তব্য।

হুযুর (আইঃ) বলেন যে, বিশেষ করে মুসলমান দেশগুলিতে যেমন হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে একটা বড় মহামারী দেখা দিচ্ছে। আর সেই মহামারী হচ্ছে "মতবাদ এবং আমলের ভিতরে প্রার্থক্য।" মতবাদ এবং আমল দু'টাই পরস্পর বিপরীত দিকে ধাবমান এবং এই দুইয়ের মধ্যে দুরত্ব বাড়ছে। যতবেশী ইসলামকে জীবিত ও বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চলছে, ততবেশী মুসলমানদের আমলে অধঃপতন ঘটছে। প্রত্যেক স্থানে অপরাধ বাড়ছে

এবং দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। প্রকৃত পক্ষে এত বেড়েছে যে, দেখে মনে হচ্ছে যে, সমস্ত জাতিই ডুবে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের অবস্থা বিশেষভাবে চিন্তার কারণ। সেখানে সকল প্রকার অপরাধ দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। আমরা মোটামুটিভাবে এ কথা বলতে পারি যে, সেখানে জীবন, মান-সম্মান বা ধন-সম্পদের কোন নিরাপত্তা নাই। হারাম হালালের মধ্যে কোন তফাত নাই। এমন সব অপরাধ মাথা তুলছে, যা বড় বড় শক্তিশালী জাতিকেও ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে ফেলে এবং সমাজকে দিন দিন একেবারে পঙ্গু করে ফেলছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার আলোচনার বিষয় পাকিস্তানের অবস্থা নয় বরং আহ্‌মদীয়া জামা'ত আমার আলোচনার বিষয়। আজকের যুগের এই পাপের বন্যার মধ্যে জামা'তে আহ্‌মদীয়া একটি দ্বীপ স্বরূপ। জামা'তে আহ্‌মদীয়া এই ফ্যাসাদের যুগে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য কি ব্যাবস্থা নিয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় এই বন্যা থেকে বাঁচবার কি চেষ্টা করছে? ইহা আমার আলোচনার বিষয়।

হুযুর (আইঃ) বলেন: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগের যে প্লাবনের খবর দেয়া হয়েছিল, তার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বাহ্যিক বন্যার কথা বলেছেন। কিন্তু বাহ্যিক বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার যে ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন তা বাহ্যিক ব্যবস্থা নয়। বরং তিনি যে রক্ষণ-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় ও চারিত্রিক সংশোধনের বিষয়। (দেখুন: কিস্তিয়ে নূহ-আমাদের শিক্ষা) ইহাকে "রূহানী দর্শন" বলা হয়। তিনি (আঃ) যেহেতু "ওলী আল্লাহ্" ছিলেন, তাই তিনি এই যুগে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্‌র ইংগিতকে বুঝতেন। তিনি এই যুগের প্রাকৃতিক প্লাবন থেকে বাঁচবার জন্যে যে "পদ্ধতি" বর্ণনা করেছেন তা আসলে এই প্লাবনের প্রকৃত কারণ বা পটভূমি থেকে রক্ষা পাওয়া বা সতর্ক হওয়া। আমরা দেখছি যে, তিনি আমাদের জামা'তকে উপদেশ দিয়েছেন যে, এই যুগের ফাসাদ (বিভ্রাট ও বিভ্রান্তি) থেকে বাঁচতে হলে নিজের মন বা আত্মাকে সকল রকমের ফাসাদ থেকে বাঁচাতে হবে। অতএব শুধু একথায় কোন লাভ নাই যে, পাকিস্তান-হিন্দুস্তান বা বাংলাদেশে চারিত্রিক বিপর্যয় ঘটছে। যতক্ষণ আমরা এই বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য ঐ নৌকায় আরোহণ না করি যে নৌকা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই যুগে এই উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছেন।

আমি কয়েকটি বড় বড় চারিত্রিক বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করছি যা বিরাটভাবে আজকাল প্রসার লাভ করছে — বিশেষ করে পাকিস্তানে। জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেন তারা এই মহা বিপর্যয় থেকে বাঁচবার চিন্তা করেন। যদি এমন না করেন তবে আল্লাহ্‌র আক্রমণ থেকে কেউই বাঁচতে পারবে না। কুরআন শরীফে হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্রের যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে—এর মধ্যে এক আহ্বান বা সংবাদ নিহিত আছে

এবং উদ্দেশ্য আছে। আর তা হচ্ছে এই যে, যখন আল্লাহ্‌র গযব নাযিল হয় তখন কোন জাগতিক বা শারীরিক সম্পর্ক কাউকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে না। শুধু মাত্র একটি নৌকা আছে যা মানুষকে বাঁচাতে পারে। আর সে নৌকা হচ্ছে 'আমলে সালেহ'র নৌকা (সৎ-কর্ম)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই যুগে যে নৌকা আবিষ্কার করেছেন তাও 'আমলে সালেহ'র নৌকা। সুতরাং আমাদের জামা'তের যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য নিদর্শন দেখার পরেও, আল্লাহ্‌র গযবকে অবলোকন করার পরও নিজ নিজ দুর্বলতাকে (বা পাপকে) আঁকড়ে ধরে থাকবে—এবং দুঃসাহস দেখাবে আর নিজের ঐ অবস্থার পরিবর্তন করবে না, তার জন্য নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। অধিকন্তু এই আয়াত পরিষ্কার বলছে যে, খোদাতা'লা নিজ প্রিয় ব্যক্তি হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্রকে ব্যতিক্রম হিসাবেও আযাব থেকে যেখানে মুক্তি বা ত্রাণ দান করেন নাই—সেখানে তোমরা যারা সাধারণ মানুষ এবং তুলনামূলক ভাবে অল্প-প্রিয়জনের সন্তান; তোমাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কে দেবে? কুরআনী আয়াত আমাদিগকে সাবধান করছে যে, এমন সময় যখন আল্লাহ্‌র আদেশ লঙ্ঘনকারীদের তিনি শাস্তি দেয়া আরম্ভ করেছেন তখন কোন ক্রমেই এমন দুঃসাহস করা উচিৎ নয়। অন্যথায় আল্লাহ্‌তা'লার সাত্তারীর (গোপনীয়তা রক্ষা-কারী) চাদর তোমাদের উপর থেকে গুটিয়ে নেয়া মোটেই অসম্ভব নয়। এমতাবস্থায় তোমাদিগকেও ঐরূপ শাস্তির আওতাভুক্ত করা হবে যে রকম শাস্তি আল্লাহ্‌র প্রিয়জনদের বিরুদ্ধাচরণকারীদের দেয়া হয়ে থাকে। অতএব আমি তোমাদিগকে সতর্ক করছি — সাবধান করছি যে, শুধুমাত্র আহমদী হওয়ার স্বীকারোক্তি করা যথেষ্ট নয় এবং এই ধারণা রাখা ভুল হবে যে, আহ্‌মদীরা সবাই পাপ-মুক্ত। ইহা সম্ভব নয় যে, জামা'তের মধ্যে ঐ সকল অপকর্ম করা হবে না যে সকল অপকর্ম সমাজের মধ্যে বিরাজ করছে এবং নিশ্চয়ই জামা'তের মধ্যে ঐ সকল পাপ কাজ করা হবে। বিভিন্ন দিক থেকে ঐ সকল অপকর্ম জামা'তের মধ্যে ঢুকতে থাকবে। কুরআন শরীফ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগের বর্ণনা করছে এবং এর ভেতর মুনাফেক এবং দুর্বলদের ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে। ইহাও হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্রের ঘটনার অনুরূপ। উদ্দেশ্য এই যে مزکی (মুযাক্কী) মানুষকে পবিত্র করার জন্য এসে থাকেন। কিন্তু যারা নিজ আত্মাকে পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে মুযাক্কীর খেদমতে পেশ করে না তারা লাভবান হয় না। অতএব তোমাদের জন্য একজন আগত মুযাক্কীর হুযূরে নিজকে পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে পেশ করা আবশ্যক।

হুযূর (আইঃ) পাকিস্তানে যে সব অপরাধ বাড়ছে তার উল্লেখ করে বলেন যে, পাকিস্তানে আমাদের জামা'তের তরবিয়তী কর্মসূচীতে এই সব অপরাধের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এই সকল কুকাজ (অপরাধ) বেড়ে চলেছে অতএব এর সংস্কারের জন্য জেহাদ জারী রাখতে হবে। এই জেহাদকে অতীতের কাহিনী মনে করে ভুলে থাকা চলবে না। এ ধরণের

কর্মসূচী গ্রহণ করা জামা'তী এনতেযামের (ব্যবস্থাপনা) দায়িত্ব—। যেন এই বিষয়কে কেউ ভুলতে না পারে। হামেশা কিছু লোক দৃষ্টি রাখবেন—প্রহরারত থাকবেন। এবং জামা'তী নেযামকে সংস্কারের জন্য এই পদ্ধতি চিরস্থায়ী করতে হবে।

এই সকল অপরাধ বা অপকর্মের মধ্যে সর্ব প্রথম দৃষ্টি দেবার বিষয় হচ্ছে 'নিয়াতের মধ্যে ফাসাদ' বা 'সদিচ্ছার মধ্যে গোলমাল।' জগতে যত পাপ বিস্তার লাভ করে সবই নিয়াতের ফাসাদের ফল যা গোপনে মানুষের অন্তরে শিকড় গাড়ে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের জাতির মধ্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আরম্ভেই 'বদ-নিয়াত' (অসৎ-ইচ্ছা) ঢুকে থাকে। জীবনধারার সকল স্তরে 'বদ-নিয়াতের' প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। অসদিচ্ছাকে দমন করতে হলে তাক্‌ওয়ার (تقوی) মান উন্নত করতে হবে। এবং ইচ্ছা ও আকাংখার সংস্কার করতে হবে। ইহা বড় কঠিন কাজ। এই উদ্দেশ্যকে লাভ করতে হলে বাল্যকালেই তরবীয়াত করতে হবে। বড় হওয়ার পরে তরবীয়াতের কাজ কাঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পিতামাতাকে মনে রাখতে হবে যে, যে ধরণের কথাবার্তা তারা ঘরোয়া পরিবেশে বলে থাকেন, তার গভীর ছাপ শিশুর মনের উপর পড়ে এবং তাদের মনের মধ্যে দাগ কেটে যায় এবং সন্তানদের মনের এই দাগ তাদের জীবন গঠনে বা ভাংগনে সবচেয়ে বেশী শক্তি রাখে। অতএব সর্ব প্রথম পারিবারিক বা ঘরোয়া পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। পিতামাতা সুনিশ্চিত ভাবে জেনে রাখুন যে এই বিষয়ে নিশ্চয় আপনাদিগকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। অতএব আমাদের জামা'তী নেযামকে এমন কর্মসূচী নিতে হবে যা এক মেশিন স্বরূপ হয়-হামেশা পিতামাতাকে সতর্ক করার জন্য এবং তরবিয়ত করার জন্য অনর্গল কাজ করতে থাকবে। তারপর খোদ্দাম, আনসার, লাজনাদের মধ্যে নিয়াতকে পরিশুদ্ধ করার জন্য বার বার বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বক্তৃতার প্রতিযোগিতা করতে হবে। নিয়াতের মধ্যে ফাটল ধরলে কিভাবে জাতি ধ্বংস হয়, বিভিন্ন জাতীর ইতিহাস থেকে আমাদিগকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমাদিগকে নির্ণয় করতে হবে যে, কি পদ্ধতি গ্রহণ করলে আহ্‌মদীয়া জামা'তের ভাবী-বংশধরগণ পাক-পবিত্র পরিবেশে পরিষ্কার ও সুষ্ঠ নিয়াত নিয়ে বড় হবে। অতএব এতবড় ভারী কাজ শুধু মাতাপিতার উপরই সবটা ছেড়ে দিলে হবে না বরং পিতামাতাকে সাহায্য করা জামা'তের ফরয যেন তাঁরা সন্তানদের তরবীয়াত করতে পারেন। স্কুল স্থাপন করে পিতামাতাকে শিখাতে হবে যে, বর্তমান কালে যে সব পাপ সমাজে শিকড় গেড়ে ফেলেছে কি ভাবে আমরা তা থেকে সন্তানদের বাঁচাতে পারি। নতুবা সন্তানরা এই কিশ্‌তি থেকে বের হয়ে পড়বে। যা এই যুগের মু'মেনদের জন্য পুনর্বার নির্মাণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বড় পাপ যেটা সমাজে বাড়ছে তা হচ্ছে অন্যের জীবন, ধন-সম্পদ, এবং মান সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এবং আমাদের জামা'তের মধ্যেও এই গুণাহ ঢুকতে আরম্ভ করেছে। শুধু এই চিন্তা করে খুশী থাকা — 'আমরা অন্যদের থেকে ভাল' — ভুল হবে।

ভাল হওয়া গর্ব করার বিষয় নয়। বরং আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার বিষয়। কিন্তু যতটা ভাল এক আল্লাহ্‌র জামাত হিসাবে আমাদের হওয়া উচিৎ, ততটা ভাল না হওয়া লজ্জার বিষয়। আমাদের জামা'ত অন্যদের রক্ষা করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। অতএব যদি সমাজকে আমরা সংস্কার করতে চাই, অধঃপতন থেকে বাঁচাতে চাই, তবে আমাদিগকে এই সকল পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখবেন জামা'তের মান অনেক বেশী উন্নত হওয়া উচিৎ।

অর্থ সম্বন্ধীয় গুণাহ্‌র উল্লেখ করে হুযূর (আইঃ) বলেন—অল্প টাকাকে একদম অনেক বেশী টাকায় পরিণত করার লোভ দেখিয়ে অন্যের টাকা আত্মসাৎ করা আজকাল সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন লোক সম্বন্ধে আমাদিগকে সতর্ক থাকতে হবে। এরা একেবারে সততার বাইরে। এদের খপ্পরে পড়া উচিৎ নয়। আপনাকে এমন লোকদের টাকার প্রাচুর্য দেখে চমৎকৃত হওয়া উচিৎ নয়। যার সম্বন্ধে আপনার অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইহা হওয়া উচিৎ নয়। ইহা জায়েয নয়। সুতরাং নিজ নফ্‌সের হাতে আপনি ধোকা খাবেন না এবং আপনারা যদি আমার কথা মত চলেন তবে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আপনারা ক্ষতি-গ্রস্থ হবেন না। যদি কুরআন শরীফের নিয়ম লঙ্ঘন না করেন তবে কখনও আপনার লোকসান হবে না। অতএব আপনারা কুরআন শরীফের নিয়ম লঙ্ঘন করবেন না এবং নফসকে বিদ্রোহ করতে দেবেন না, ফলে নিরাপত্তার অভাব হবে না।

হুযূর (আইঃ) বলেনঃ যে সমাজে সততার বিরাট অভাব, যেখানে জুয়া খেলা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে চুরি, ধোকাবাজী এবং অন্যের মালের নিরাপত্তা থাকে না, যদি এমন আড্ডা কোন স্থানে কায়েম হয়ে যায়—এবং সেখানে আমাদের জামা'ত অথবা সমাজ কেহ কোন প্রতিবাদ না করে তবে বিষয়টা বড় ভয়ংকর এবং ধ্বংসাত্মক হবে। অতএব আমাদের জামা'তের নেগরান বিভাগকে (পর্যবেক্ষক) ঘুমাতে দিবেন না। কুরআন শরীফে বর্ণিত প্রকৃতির নিয়মকে স্মরণ রাখতে হবে—যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগেও মানব সমাজ রোগ মুক্ত হতে পারে নাই। তার অর্থ এই যে, পৃথিবীতে কোন সমাজ কখনও সম্পূর্ণরূপে রোগ-মুক্ত বা পাপ-মুক্ত হবে না। (অর্থাৎ হামেশাই পাপের বিরুদ্ধে জেহাদ (সংগ্রাম) জারী রাখতে হবে)।

হুযূর (আইঃ) মানুষের শারীরিকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার প্রাকৃতিক নেযামকে বর্ণনা করে বলেন যে, আমরা যদি এই প্রাকৃতিক নেযামের উপর বিবেচনা করে দেখি তবে আমাদের জামা'তী নেযামের জন্য অনেক উপদেশ খুঁজে পাব। যেমন এই বিষয়ে সবচেয়ে বড় জরুরী কথা এই যে, আমাদিগকে আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। যদি শরীরে কোন রোগ প্রবেশ করে এবং আমরা সচেতন না থাকি তবে বেশী ক্ষতি হতে পারে। অনুরূপ ভাবে যদি জামা'তের নেযাম অসতর্ক থাকে তবে ঐ সব রোগ বেশী বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করবে।

অবশিষ্টাংশ ৭-এর পাতায় দেখুন

জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
বাংলাদেশ

প্রিয় মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতাহু

আপনার লিখিত ১২-১০-৮৮ তারিখের পত্র নং রেফ ৩৫/৮২৫২ আমি পেয়েছি। জামা'তের সদস্যদের আয় প্রতিকুল পরিস্থিতির কারণে বিঘ্নিত হওয়া সত্বেও বাংলাদেশের জামা'ত আর্থিক কোরবানীর ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চলেছে দেখে খুশি হয়েছি।

ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে এক বিরাট আশীর্বাদ এবং আমি দোয়া করছি যেন তিনি তাদের সবাইকে যারা তার পথে ব্যয় করছেন প্রচুর পুরস্কারে ভূষিত করেন।

আল্লাহ্‌ যেন জনাব এ, কে, এম, ফারুক সাহেবকে ঢাকা মসজিদে মাইক্রোফোন দান করার জন্য পুরস্কৃত করেন এবং তাকে আরও অধিক নৈকট্য দান করেন।

ওয়াস্‌সালাম
মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে'।

হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ) বলেন ঃ

(১) "যে সময় কোন ব্যক্তি কোন নামায ছেড়ে দেয় সে সময়ই সে আহ্‌মদীয়াত থেকে বহির্গত হয়ে যায়।" (আল্‌ ফযল, ৭ই জুন, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ)

(২) "যে নামাযকে ছেড়ে দেয়, আমি তাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তার কখনও ঈমানের সাথে মৃত্যুর সৌভাগ্য হবে না। মৃত্যুর পূর্বে তার উপর এমন দুর্ঘটনা আপতিত হবে যার ফলে সে ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে এবং এইভাবে সে বেঈমান হয়ে মারা যাবে।"
(আল্‌ফযল, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ)

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

"ইস্তেখারা" দোয়ার মাধ্যমে সত্যতা নির্ণয় ঃ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, ইমাম মাহ্দী (আঃ) তাঁর দাবীর সত্যতা অনুধাবন করার জন্যে একটি সহজ পন্থা হিসেবে 'ইস্তেখারা' দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। ইস্তেখারা দ্বারা এমন দোয়াকে বুঝায় যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছ হতে কোন ব্যাপারে ভাল-মন্দ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ও পথ-নির্দেশনা লাভ করা যায়। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই ধরণের দোয়া করার নিয়ম রয়েছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁর দাবীর সত্যতা নিরূপণের জন্যে 'ইস্তেখারা' সম্বন্ধে তাঁর লিখিত "নেশানে আহ্‌মদী" নামক পুস্তকে উল্লেখ করছেন। এই পুস্তক হতে অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া হলো :—

"এস্থলে এ বিষয়টিও তবলীগের উদ্দেশ্যে লিখিতেছি যে, সত্যান্বেষীগণ, যাঁহারা খোদাতা'লার শাস্তিকে ভয় করেন, তাঁহারা যেন বিনা অনুসন্ধানে এ যুগের মৌলবীদিগের পদানুসরণ না করেন, এবং পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আখেরী যামানায় মৌলবীদের সম্পর্কে যে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তদনুসারে যেন তাহাদিগকে ভয় করিয়া চলেন এবং তাহাদের ফত্‌ওয়াগুলি দেখিয়া বিস্মিত না হন। কেননা, এই সমস্ত ফত্‌ওয়া নতুন কিছু নহে। যদি অধম সম্পর্কে কোন সন্দেহ হয়, অথবা এই অধমের দাবীর সত্যতা সম্পর্কে কাহারও মনে কোন সন্দেহ থাকে, তবে আমি সন্দেহ দূরীকরণের জন্য একটি সহজ উপায় বলিয়া দিতেছি, যদ্বারা আল্লাহ্ চাহেন তো প্রকৃত সত্যান্বেষী প্রত্যেক ব্যক্তি সন্দেহমুক্ত হইতে পারেন। তাহা এই যে, প্রথমতঃ 'তৌবা নূসুহ্' (বা খাঁটিভাবে তৌবা) করিয়া রাত্রিকালে দুই রাকাত নামায আদায় করিবে, যাহার প্রথম রাকাতে সূরা ইয়াসীন এবং দ্বিতীয় রাকাতে একুশবার সূরা ইখ্‌লাস পাঠ করিতে হইবে। অতঃপর তিনশত বার 'দরূদ শরীফ' এবং তিনশত বার 'ইস্তেগফার' পাঠ করিয়া খোদাতা'লার নিকট এইভাবে দোয়া করিবে :—

'হে সর্বশক্তিমান, পরম করুণাময়! তুমি গোপন বিষয়সমূহ অবগত আছ। আমরা সে সমুদয়ের কিছুই অবগত নহি। মনোনীত ও অমনোনীত, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী তোমার দৃষ্টি বহির্ভূত নহে। সুতরাং, আমি একান্ত বিনীতভাবে তোমার সমীপে প্রার্থনা করিতেছি যে, এই ব্যক্তি যিনি মসীহ মাওউদ, মাহ্দী ও যামানার মোজাদ্দেদ হওয়ার দাবীদার, তোমার নিকট তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি? তিনি কি সত্যবাদী; তোমার মনোনীত না বিতাড়িত? এ বিষয়টি তুমি নিজ ফযল ও অনুগ্রহে 'রুইয়া' (সত্য-স্বপ্ন) বা 'কাশফ্' (দিবা-দর্শন) কিম্বা 'ইলহাম' মারফতে আমার নিকট প্রকাশ করিয়া দাও। কারণ, যদি তিনি তোমার মনোনীত না হন, তবে আমরা যেন পথভ্রষ্ট হইয়া না যাই। পক্ষান্তরে যদি তিনি তোমার মনোনীত এবং তোমার পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া এবং তাঁহার অবজ্ঞা ও অপমান করিয়া আমরা যেন ধ্বংস হইয়া না যাই। আমাদিগকে সর্বপ্রকার ফেতনা হইতে রক্ষা কর। তুমিই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। আমীন।"

এই 'ইস্তেখারা' অন্ততঃপক্ষে দুই সপ্তাহ ব্যাপী স্থায়ী রাখিতে হইবে, কিন্তু ইহা যেন খোলা মন লইয়া করা হয়। কারণ যে ব্যক্তি পূর্ব হইতে বিদ্বেষপূর্ণ এবং সন্দিহান, সে যদি স্বপ্নের মাধ্যমে এমন কোন ব্যক্তির অবস্থা জানিতে চাহে, যাহাকে সে অত্যন্ত অসৎ বলিয়া মনে করে, তবে শয়তান আসিয়া তাহার হৃদয়স্থিত অন্ধকার অনুযায়ী স্বীয় পক্ষ হইতে অন্ধকার-পূর্ণ ধারণার সৃষ্টি করিয়া দেয়। ফলে তাহার পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থা অপেক্ষা আরও খারাপ হইয়া যায়। সুতরাং যদি তুমি খোদাতা'লা হইতে কোন বিষয় অবগত হইতে চাহ, তবে তুমি তোমার বক্ষঃকে সম্পূর্ণভাবে বিদ্বেষ এবং শত্রুতা হইতে ধৌত করিয়া ফেল এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মন লইয়া বিদ্বেষ ও প্রীতি-মূলক উভয় প্রকার মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়া খোদার নিকট পথ-প্রদর্শনের জন্য আলো প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি তাঁহার ওয়াদানুসারে স্বীয় পক্ষ হইতে এরূপ আলো অবতারণ করিবেন, যাঁহার মধ্যে বাসনা-মূলক ধারণার অবকাশ থাকিবে না।

সুতরাং, হে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ! এই মৌলবীগণের ফেতনায় নিজেকে নিক্ষিপ্ত করিও না। উঠ এবং কিছু তপস্যা ও সাধনা করিয়া ক্ষমতাবান, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী এবং পূর্ণ পথ-প্রদর্শক খোদাতা'লার নিকট সাহার্য প্রার্থনা কর। দেখ এখন আমি এই রূহানী তবলীগও করিয়া দিলাম। এখন তোমাদের অভিরুচি। 'আস্‌সালামু আলা মানিত্তাবায়াল হুদা'।

অর্থাৎ— যাহারা সত্যানুসন্ধিৎসু তাহাদিগের উপর শান্তি বর্ষিত হউক'। সত্য প্রচারক— গোলাম আহ্‌মদ।' ('নিশানে আসমানী' পুস্তক, প্রকাশ কাল—১৮৯২ইং)।

আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ এবং কল্যাণে শত সহস্র লোক ইস্তেখারার মাধ্যমে আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে সন্দেহাতীত প্রমাণ পেয়ে আহ্‌মদীয়া জামা'তে বয়েত গ্রহণ করেছেন। সর্বপ্রকার শয়তানী প্রভাব হতে মুক্ত থেকে এবং 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলীয়ুল আযীম' পড়ে এই ইস্তেখারা দোয়ার মাধ্যমে সুফল লাভ করাই সহজ এবং সঠিক পন্থা। এই সহজ পন্থা সকলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

প্রসংগতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট কোন দাবীকারককের সত্যতা নিরূপণের জন্য মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি অথবা বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতাই যথেষ্ট নয়। কারণ ঐ জ্ঞানের সংগে ইলহামী নূরের সম্মিলন না হলে সত্যকে লাভ করা যায় না। পৃথিবীতে কোটি কোটি নারী ও পুরুষ রয়েছে যাদের সকলের পক্ষে ধর্মগ্রন্থাবলী এবং শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত নিগুঢ় তত্ত্বাবলী সম্পর্কে পূর্ণভাবে জ্ঞান রাখা বা আহরণ সম্ভবপর নয়—ইহা বাস্তব সত্য। এমতাবস্থায় এই সকল লোক কিভাবে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির দাবীর সত্যাসত্য নিরূপণ করতে পারে? তাদের জন্যও কি সেই প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি আবির্ভূত হন নাই? তাই আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং সত্য-সন্ধানীকে পথ দেখাবার ব্যবস্থা রেখেছেন এই ইস্তেখারা পদ্ধতির মাধ্যমে। একটি নয়, বরং হাজার ঘটনা একথার সমুজ্জল সাক্ষ্য বহন করছে যে আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার 'মাহদী ও মসীহ্‌ মাওউদ' হওয়ার দাবী দিবালোকের ন্যায় সত্য এবং সপ্রমাণিত। এ সম্বন্ধে সর্ব প্রকার সন্দেহ ও সংশয় হতে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে সত্য সন্ধানীদের জন্য এই আধ্যাত্মিক পন্থার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। অতএব, উন্মুক্ত হৃদয়ে এগিয়ে আসুন এবং পরীক্ষা করে দেখুন। (ক্রমশঃ)

আনওয়ার স্মৃতি

—আলহাজ্ব চৌধুরী আবদুল মতিন

১। চল্ল উড়ে আরও একটি তারা
আহ্‌মদীয়াতের পূর্ব আকাশ হতে
শতবার্ষিকী জুবিলী উৎসবে
লক্ষ তারার লক্ষ আলোর পথে
দেহ মুক্ত পরান পাখি
মর্ত্য-ভূমে 'মৃত্যু' রাখি
আরোহিয়া জীবন-তরী, মুক্তি নাযাত রথে
"মীনারাতুল মসীহ্‌র" আযান সুরের পথে পথে।

২। 'তবলিগী'-স্রোতের ধারায় জীবন মরণ পণ
স্মৃতিচিহ্ন সন্তান এক 'সাদেকী রতন'
যাকারিয়ার এবাদতে
ইয়াহিয়া তাঁর একই পথে
বিশ্ব-মানব জাতির পিতা 'ইব্রাহীমের ধন'
পিতা-পুত্র কাবা গৃহে কুরবানীর প্রাণ মন।

৩। হের, এস জগতবাসী আদর্শ নমুনা
আহ্‌মদীয়াতের স্রোতের ধারা—ইসলামী যমুনা
তাতার কান্দির ডিপ্‌টি বাড়ি
তুচ্ছ তাঁহার রাজ কাচারী
ভাসিয়া যাক জমীন-দারী এ কীর্ত্তি চন্দনা
"দারাজাতুন্‌ ইন্দাল্লাহ্‌" আহ্‌মদীর বন্দনা!

৪। মসীহ্‌ মাওউদের (আঃ) প্রতিনিধি দীনের খলীফা
'আলী আনওয়ার' রঞ্জিত তাঁর বাক্য-ইশারা
কে আছ হে আহ্‌মদী
চল কাদীয়ান চাহ যদি
দোয়ার বরকত বিস্তার করেন 'মাহ্‌দীর সাহাবা'
দু-হাতে লও দীন দুনিয়ার লক্ষ খাযানা।

আহ্বান

—গোলাম মহিউদ্দীন

তওহীদের এই ঝাণ্ডা ধরে
এগিয়ে যাবি আয়রে আয়,
ডাক দিয়েছে যুগ খলীফা
নিঃসঙ্কোচে বিশ্ব-সভায়।
ত্রিত্ববাদের কল্প-ফলক
থর থরিয়ে উঠছে কেঁপে,
পড়ছে খসে দ্যাখরে দ্যাখ
খোদার বিশাল জগৎ ব্যাপে।
সত্য, ন্যায়ের পথ ধরে আজ
এগিয়ে যাবার এইত সময়,
অধর্মের জীর্ণ প্রাসাদ
পড়ছে ধ্বসে নাইরে ভয়।
আফ্রিকাতে আজকে প্রাতে
যা দেখেছে কাল সে নাই,
কল্প কথার অলীক গল্প
নিশার স্বপন যায় মুছে যায়।
জগৎ সভায় তাদের আসন
ছিনিয়ে নিতে পারবে না কেউ,
রূহানীর এক সাগর হতে
তাদের প্রাণে জেগেছে ঢেউ।
দ্বীপবাসী আজ ভাবছে বসে
করবে কে আজ পরিত্রাণ,
মীনারাতুল মসীহুর চূড়ায়
উঠছে জেগে তাই আযান।
হৃদয় হতে উদাত্ত আহ্বান
মথিত করি উঠছে জেগে,
পালায় দূরে যুগের আঁধার
নবীন রবির কিরণ লেগে।
রাবওয়াতে আজ সেই আয়োজন
মুসার খোদা ডাকছে ওরে,
নব ফেরাউন নীল আসমানে
অগ্নিশীখায় মরলো পুড়ে।
সাল্লে আলা মুহাম্মদিন
নাতে রসুল গাইতে আয়,
দিগ্বিজয়ের মন্ত্র মোদের
জগত ভরে আনবে জয়।

"সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি।
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥

অতীত কথা কয়

(১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

সরফরাজ আব্দুস সাত্তার চৌধুরী (রঙ্গু)

জনাব মাওলানা তালেব হোসেন সাহেবের নিকট থেকে এক তরফাভাবে জনাব সোনা মিয়ার বিরুদ্ধে কুফরী ফত্ওয়া না পেয়ে বিরুদ্ধবাদী নেতাগণ গোপনে রাত্রির অন্ধকারে পড়ায় পাড়ায় প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে সাধারণ মানুষকে এই বলে উত্তেজিত করে দল পাকিয়ে তুলতে উঠে পড়ে লেগে গেল যে, সোনা মিয়া কাদিয়ানী ধর্ম গ্রহণ করার ফলে কাফের হয়ে গেছে যা কিনা পিতাকে পুত্র থেকে আলাদা করে, স্বামীকে স্ত্রী থেকে আলাদা করে, ভাইকে ভাই থেকে আলাদা করে, আত্মীয় কুটুম্ব ইত্যাদি থেকে আলাদা করে। তাদের কলেমা পৃথক, নামায পৃথক, নবী পৃথক, কাবা পৃথক অর্থাৎ আমরা বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষ যাবত যা বিশ্বাস করে পালন করে আসছি তার সম্পূর্ণ উল্টা এবং নতুন। এইরূপে নানা প্রকার মিথ্যা বানোয়াট কথা দ্বারা অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনগণকে সোনা মিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলো। সাধারণ মানুষের মন অতি সরল। তারা অতসব বুঝে না এবং জানে না। বুঝবার এবং জানবার চেষ্টাও তাদের নেই। আলেম উলামাগণ যেভাবে যখন যা বলেন, তাই তারা বুঝেন এবং বিশ্বাস করেন। তারা জানে না যে, কাদিয়ানী ধর্ম কথাটা জাজ্বল্যমান একটি মিথ্যা কথা। কাদিয়ানী কোন ধর্ম অথবা জামাত বা কোন দলেরও নাম নহে। কাদীয়ান একটি স্থানের নাম। আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-এর জন্মস্থান কাদীয়ান নামক স্থানে বলে তাঁকে কাদিয়ানী বলা হয়। যেমন আমাদের দেশেও জন্মস্থানের নামানুসারে জালালাবাদী, নাসিরাবাদী, সিরাজী ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে কোন জামা'ত ছিল না। যে প্রচারণী শক্তি ধর্মের প্রাণ, ইসলামের সেই প্রাণ শক্তি গিয়েছিল চিরতরে রুদ্ধ হয়ে। হরেক মতভেদ, রাজনৈতিক কোন্দল এবং সংসারাসক্তিতে মত্ত হয়ে মুসলমানগণ হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর আদর্শ শিক্ষা ইসলামের প্রচারণী শক্তি ভুলে গিয়েছিল। আল্লাহ্তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সঠিক সময়ে হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-কে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী (আঃ) রূপে আবির্ভাব করতঃ মৃত-প্রায় ইসলামের প্রাণ সঞ্চার করেছেন। যেহেতু হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর আরেক নাম 'আহমদ', তিনি এসে হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর সেই পবিত্র নামানুসারে এক জামা'ত

আহ্বান

—গোলাম মহিউদ্দীন

তওহীদের এই ঝাণ্ডা ধরে
এগিয়ে যাবি আয়রে আয়,
ডাক দিয়েছে যুগ খলীফা
নিঃসঙ্কোচে বিশ্ব-সভায়।
ত্রিত্ববাদের কল্প-ফলক
থর থরিয়ে উঠছে কেঁপে,
পড়ছে খসে দ্যাখরে দ্যাখ
খোদার বিশাল জগৎ ব্যাপে।
সত্য, ন্যায়ের পথ ধরে আজ
এগিয়ে যাবার এইত সময়,
অধর্মের জীর্ণ প্রাসাদ
পড়ছে ধ্বসে নাইরে ভয়।
আফ্রিকাতে আজকে প্রাতে
যা দেখেছে কাল সে নাই,
কল্প কথার অলীক গল্প
নিশার স্বপন যায় মুছে যায়।
জগৎ সভায় তাদের আসন
ছিনিয়ে নিতে পারবে না কেউ,
রূহানীর এক সাগর হতে
তাদের প্রাণে জেগেছে ঢেউ।
দ্বীপবাসী আজ ভাবছে বসে
করবে কে আজ পরিত্রাণ,
মীনারাতুল মসীহ্‌র চূড়ায়
উঠছে জেগে তাই আযান।
হৃদয় হতে উদাত্ত আহ্বান
মথিত করি উঠছে জেগে,
পালায় দূরে যুগের আঁধার
নবীন রবির কিরণ লেগে।
রাবওয়াতে আজ সেই আয়োজন
মুসার খোদা ডাকছে ওরে,
নব ফেরাউন নীল আসমানে
অগ্নিশীখায় মরলো পুড়ে।
সাল্লে আলা মুহাম্মদিন
নাতে রসুল গাইতে আয়,
দিগ্বিজয়ের মন্ত্র মোদের
জগত ভরে আনবে জয়।

"সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি।
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥

অতীত কথা কয়

(১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

সরফরাজ আব্দুস সাত্তার চৌধুরী (রঙ্গু)

জনাব মাওলানা তালেব হোসেন সাহেবের নিকট থেকে এক তরফাভাবে জনাব সোনা মিয়ার বিরুদ্ধে কুফরী ফত্ওয়া না পেয়ে বিরুদ্ধবাদী নেতাগণ গোপনে রাত্রির অন্ধকারে পড়ায় পাড়ায় প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে সাধারণ মানুষকে এই বলে উত্তেজিত করে দল পাকিয়ে তুলতে উঠে পড়ে লেগে গেল যে, সোনা মিয়া কাদিয়ানী ধর্ম গ্রহণ করার ফলে কাফের হয়ে গেছে যা কিনা পিতাকে পুত্র থেকে আলাদা করে, স্বামীকে স্ত্রী থেকে আলাদা করে, ভাইকে ভাই থেকে আলাদা করে, আত্মীয় কুটুম্ব ইত্যাদি থেকে আলাদা করে। তাদের কলেমা পৃথক, নামায পৃথক, নবী পৃথক, কাবা পৃথক অর্থাৎ আমরা বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষ যাবত যা বিশ্বাস করে পালন করে আসছি তার সম্পূর্ণ উল্টা এবং নতুন। এইরূপে নানা প্রকার মিথ্যা বানোয়াট কথা দ্বারা অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনগণকে সোনা মিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলো। সাধারণ মানুষের মন অতি সরল। তারা অতসব বুঝে না এবং জানে না। বুঝবার এবং জানবার চেষ্টাও তাদের নেই। আলেম উলামাগণ যেভাবে যখন যা বলেন, তাই তারা বুঝেন এবং বিশ্বাস করেন। তারা জানে না যে, কাদিয়ানী ধর্ম কথাটা জাজ্বল্যমান একটি মিথ্যা কথা। কাদিয়ানী কোন ধর্ম অথবা জামাত বা কোন দলেরও নাম নহে। কাদীয়ান একটি স্থানের নাম। আখেরী যামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-এর জন্মস্থান কাদীয়ান নামক স্থানে বলে তাঁকে কাদিয়ানী বলা হয়। যেমন আমাদের দেশেও জন্মস্থানের নামানুসারে জালালাবাদী, নাসিরাবাদী, সিরাজী ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে কোন জামা'ত ছিল না। যে প্রচারণী শক্তি ধর্মের প্রাণ, ইসলামের সেই প্রাণ শক্তি গিয়েছিল চিরতরে রুদ্ধ হয়ে। হরেক মতভেদ, রাজনৈতিক কোন্দল এবং সংসারাসক্তিতে মত্ত হয়ে মুসলমানগণ হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর আদর্শ শিক্ষা ইসলামের প্রচারণী শক্তি ভুলে গিয়েছিল। আল্লাহ্তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সঠিক সময়ে হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-কে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী (আঃ) রূপে আবির্ভাব করতঃ মৃত-প্রায় ইসলামের প্রাণ সঞ্চার করেছেন। যেহেতু হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর আরেক নাম 'আহ্মদ', তিনি এসে হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর সেই পবিত্র নামানুসারে এক জামা'ত

প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম 'আহ্‌মদী জামা'ত', যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য দীনকে দুনিয়ার উপরে স্থান প্রদান করে নিজেদের ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দিয়ে আল্লাহতা'লার মনোনীত ধর্ম ইসলামকে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করতঃ অমুসলমানগণকে মুসলমান বানানো। যা হউক, বিরুদ্ধ বাদীগণের সকল প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা যখন বিফল হলো, তখন কয়েক গ্রামের সমাজপতিগণ মিলে 'আচমিতা' ঈদগাহের মাঠে এক সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় জনাব সোনা মিয়াকে 'বাহাস' করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। তার বিপক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য প্রধান বক্তা হিসাবে আনা হয় অবিভক্ত বাংলার তদানীন্তন এম, এল, এ. আবদুল হামিদ শাহ্‌কে! কিন্তু আব্দুল হামিদ শাহ আগে জানতেন না যে তাকে সোনা মিয়ার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে হবে। কারণ, রাজনৈতিক জীবনের বহু কর্মকাণ্ডে তিনি সোনা মিয়ার সাথে মিলিত হয়েছেন, এবং তাঁর পরিচয় আগে থেকে ভালভাবেই জানতেন যে, তিনি একজন সৎ, ধর্মপরায়ণ, ন্যায় নীতিবান আদর্শ যুক্তিবাদী নির্ভিক-চিত্তের অধিকারী। সত্য ও ন্যায়ের পথে কখনও তিনি পিছ পা হন না। তিনি মেষ-শাবক নহেন, সিংহ-শাবক। সভার নির্দিষ্ট দিনে আবদুল হামিদ শাহ এসে যখন শুনতে পেলেন যে তাকে সোনা মিয়ার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে হবে, তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবতে লাগলেন। মনে মনে আমন্ত্রণকারীদের উপর তিনি একটু রুষ্টও হলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলিয়ে নিলেন। কেননা তিনি একজন রাজনীতির লোক, জনগণের সমর্থন হারানো উচিত হবে না। সুতরাং তৎপ্রতি লক্ষ্য রেখেই তাদের সাথে যোগ দিয়ে সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বিষয়াদী জেনে শুনে বেশ উৎসাহের সাথে সভার অগ্রগতির দিকে মনোনিবেশ করলেন। বিরুদ্ধবাদী নেতাগণের ধারণা ছিল যে, যেহেতু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সুতরাং সোনা মিয়া হয়তোবা ভীত হয়ে উক্ত সভায় যোগদান থেকে বিরত থাকবেন। এই ধারণা করে তাদের মধ্যে হাসি-তামাসা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেরও শেষ ছিল না। কিন্তু সোনা মিয়া সত্যের জন্য ভীত হওয়ার পাত্র ছিলেন না। সভার নির্দিষ্ট দিনে যথারীতি তিনি যোহরের নামায আদায় করতঃ জায়নামাযে বসেই দোয়া পাঠে রত আছেন। জনাব সোনা মিয়ার স্ত্রী স্বামীর মনোভাব উপলব্ধি করে তাঁকে বললেন, 'যেহেতু হযরত আমীরুল মোমেনিনের কোন আদেশ নেওয়া হয়নি এবং আপনিও একা, এমতাবস্থায় উক্ত সভায় যোগদান করা সঙ্গত হবে কি?' জনাব সোনা মিয়া স্ত্রীর কথার কোন প্রতিউত্তর না দিয়ে জামা কাপড় পরিধান করে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'আপনি জায়নামায পেতে আল্লাহুর দরবারে সেজদায় পতিত হউন, আমি চললাম।' এই বলে সভায় যোগদান করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে ক্ষিপ্রগতিতে রাস্তায় পা বাড়ালেন।

(চলবে)

"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে, কিন্তু পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করে নাই, কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং মহাপরাক্রমশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশিত করিবেন।" [ইলহাম—হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ)]

আহ্‌মদীয়া জামা'তের উজ্জ্বল নক্ষত্র পাক্ষিক আহ্‌মদীর সম্পাদক আবু হামেদ মোহাম্মদ আলী আনোয়ার (রঃ)-এর স্মরণে যিকরে খায়ের সভা

ঢাকা, ডিসেম্বর ২৩ঃ

বাংলাদেশ জামা'তে আহ্‌মদীয়ার এক উজ্জল নক্ষত্র, পাক্ষিক আহ্‌মদীর সুদীর্ঘ সময়ের সম্পাদক, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ ইসলামী উসুল কি ফিলোসফির (ইসলামী নীতি-দর্শন) বাংলা অনুবাদক হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর গ্রন্থ ধর্মের নামে রক্তপাতের অনুবাদক, হাদীকাতুস সালেহীনের বাংলা অনুবাদক এবং আরো অসংখ্য গ্রন্থের বাংলা ভাষায় অনুবাদক মরহুম আবু হামেদ মোহাম্মদ আলী অনোয়ার (রঃ) (এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার) গত ১৮ই ডিসেম্বর '৮৮ চট্টগ্রামে তাঁর একমাত্র পুত্র সদর মুরব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদের বাসভবনে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। গত সংখ্যার আহ্‌মদীতে এ খবর আপনারা অবশ্যই পেয়ে থাকবেন।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে ২৩শে ডিসেম্বর '৮৮ শুক্রবার বাদ জুমুআ মরহুমের স্মরণে এক যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জনাব মকবুল আহমদ খান বলেন—তিনি জামা'তের একটি স্তম্ভ হিসাবে পরিগণিত ছিলেন তার অসাধারণ জামা'তী খেদমত ছিল বিস্ময়কর।

ডাঃ আবদুল আযীয বলেন—মরহুম এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার প্রত্যেক আহ্‌মদীকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন। দোয়ার মধ্যে এত মশগুল থাকতেন তা চিন্তাও করা যায় না।

মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী বলেন—মরহুম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিখ্যাত এবং অত্যন্ত কঠিন গ্রন্থ ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তককে এমনভাবে অনুবাদ করেছেন তা অতুলনীয়। এর আগে তিনি সভার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেছিলেন।

মৌঃ আযহার আলী বলেন—মরহুমের জীবনাদর্শ প্রমাণ করে যে, ইসলামে পূর্বে যেমন ওলী আল্লাদের স্মরণে (তাযকেরাতুল আউলিয়া) গ্রন্থাবলী রচনা করা হয়েছিল তেমনিভাবে আজ বাংলাদেশেও যে সকল আহ্‌মদী ওলী আল্লাহগণ গত হচ্ছেন তাদের জীবনী রচনা করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া বলেন—বাংলাদেশে মরহুম এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার (রঃ) সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি দায়রা ওসীয়্যতে এক তৃতীয়াংশ ওসীয়্যত করেছেন। তিনি বাগানের ফলগুলিকেও তিন ভাগ করে এক ভাগ ওসীয়্যতের চাঁদা দিয়ে দিতেন।

জনাব মাহবুবুল ইসলাম বলেন—বাংলা ভাষা ভাষীদের জন্য মরহুম যে প্রাঞ্জল ভাষায় জামা'তের পুস্তকাদি অনুবাদ করেছেন তাতে মনে হয় পুস্তকগুলি হুবহু তাঁর লেখা, মনেই হয় না যে, এগুলি অনুবাদ করা হয়েছে। এত আন্তরিক ভাবে অন্য কেউ অনুবাদ করে কি না জানা নেই। মরহুম প্রায় আসরের নামায পড়তে এসে মাগরিব ও এশা নামায পড়ে পরে বাসায় ফিরতেন।

জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বলেন—মরহুম যেমনি ভাবে হাদিকাতুস সালেহীন অনুবাদ করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী নিজের জীবন অতিবাহিত করতেন। খেদমতের এক উচ্চ নমুনা তাঁর মধ্যে বিরাজমান ছিল।

জনাব ফজলুল করিম মোল্লা বলেন—মরহুম চাঁদা পরিশোধের ব্যাপারে এত বেশী উদগ্রীব থাকতেন যে, চাঁদা পাঠানোর পর প্রাপ্ত রশিদ পেতে দেরী হলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন, কারণ তিনি আশংকা করতেন চাঁদার টাকা পৌঁছেছে কি না। তিনি যে ওয়াদা করতেন তাতে শত বাধা বিপত্তি আসলেও অটল থাকতেন।

আলহাজ্ব চৌধুরী আবদুল মতিন মরহুমের জীবনীর উপর একটি কবিতা পাঠ করেন।

সভাপতির ভাষণে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব মরহুমের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর কয়েকটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে মানুষ ঘর থেকে বের হতে পারে না, তখন মানুষ চিন্তাযুক্ত থাকে, আর এ সময়ে মরহুম জামা'তের বইয়ের তরজমাতে বেশী সময় পান বলে আশ্বস্ত হতেন। মরহুমকে একবার বলা হয়েছিল, তিনি শুধু তরজমার কাজই করেন; প্রতি উত্তরে তিনি বলতেন হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ও খলীফাদের কথাইতো মানুষদের শুনাতে হবে। আমার কথা শুনালে কি লাভ হবে?'। মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব মরহুমের জীবনী ছাড়াও জামা'তের অন্যান্য বুযুর্গদের জীবনী রচনা করার উদ্যোগের কথা বলেন।

জেনারেল সেক্রেটারী জনাব নূরুল নওয়াব মোহাম্মদ সালেক মরহুমের মাগফিরাত কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জ্ঞাপন করে এক শোক প্রস্তাব পাঠ করে শুনান যা সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল
এডিশন্যাল মোতামাদ উমুমী

শোন শোন আহ্‌মদী জনতা
গড়ে তোলে নিচ্ছিদ্র একতা
পাবে শক্তি, পাবে বল
বিচ্ছিন্নতায় রসাতল।

আপনার পত্র পেলাম

নং—১৫২/৮৬৮৮(৩)

তারিখ : ৩১-১২-৮৮ইং

মিঃ মোহাম্মদ আবদুর রব
বিভাগীয় কায়েদ, মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া
রাজশাহী বিভাগ
প্রযত্নে—সেউজ গাড়ী লেইন
পোঃ ও জেলা—বগুড়া।

উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু বলে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বড়ই আনন্দের বিষয় যে এবার রাজশাহী খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বিভাগীয় ইজতেমা ভাতগ্রামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দু'দিক থেকে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। প্রথমতঃ হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বিশ্বব্যাপী মুবাহালার ঘোষণা দিয়েছেন। মুবাহালা আধ্যাত্মিক জেহাদের চরম ও পরম রূপ। পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দরবারে বিশেষভাবে সমবেত দোয়াই এই জেহাদে বিজয়ী হওয়ার মহা অস্ত্র। দ্বিতীয়তঃ এ ইজতেমা আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রথম শতাব্দীর শেষ সমাবেশ। ১৯৮৯ সালের ২৩শে মার্চ আমরা দ্বিতীয় তথা বিজয়ের শতাব্দীতে পদার্পন করতে যাচ্ছি। যুগ সন্ধিক্ষণে এ ইজতেমা যাতে সবার সংকল্পকে দৃঢ়তর, পদক্ষেপকে জোরালো ও সংগঠণকে মজবুত করে, একান্তভাবে সে কামানা করছি।

দোয়া করছি দোয়া চাই
দোয়ার কোন তুল্য নাই।

আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের হাফেয ও নাসের হউন।

ওয়াসসালাম।

খাকসার—
মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া।

আল্লাহ্ চান বান্দা হবে মুত্তাকী,
নতুবা করতে হবে শিরিক।

নং : ১৫২/৮৭১১ তারিখ : ৩/১/১/৮৯

মোহতারেমা বেগম আবদুল কাইয়ুম ভূইয়া সাহেবা,
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া,
গ্রাম ও পোঃ ক্রোড়া,
জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

মোহতারেমা ভগ্নী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

জনাব আবদুল কাইয়ুম সাহেবের মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হইয়াছি। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। মরহুম ক্রোড়া জামা'তের একজন বিশিষ্ট আহমদী ছিলেন এবং দীর্ঘদিন জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। আমরা তাঁহার রূহের মাগফেরাত কামনা করিতেছি। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে জান্নাতে উচ্চ মোকাম দান করুন এবং জামা'তের তাঁহার অক্লান্ত খেদমতের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার পরিবারবর্গকে অশেষ ফযল ও রহমতে ভূষিত রাখুন এবং তাঁহার ছেলেমেয়েদিগকে জামা'তের অনুরূপ খেদমত করার পূর্ণ তৌফিক দান করুন। সেই সংগে আপনাদের পরিবারবর্গের সকলের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদিগকে এই শোকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দান করুন এবং সদা আপনাদের হাফেয ও নাসের হউন। মরহুমের মৃত্যুতে ঢাকায় জানাযা গায়েব পড়া হইয়াছে এবং একটি শোক-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ওয়াস্‌সালাম খাকসার
মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর।

২৪-এর পাতার পর

বিবাহের এলান যা পাত্রীর বাড়ীতেও হতে পারে তবে মসজিদে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অপরটি হল 'তা'মে ওলীমা' যাকে বাংলায় বৌ-ভাত বলা যেতে পারে যা বরের বাড়ীতে হয়ে থাকে। কন্যার পিতার ওপর অহেতুক খরচের বোঝা চাপানো ইসলামী-রীতি বিরুদ্ধ কাজ। বিয়ে করবে ছেলে। সে পুরুষোচিতভাবে বিয়ের খরচাদি নিজে বহন করবে। মেয়ের পিতার ওপর বোঝা চাপানো পৌরুষের লক্ষণ নয়।

শরীয়াতের বিধান ছাড়াও আগাছার মত দেশ-কাল ও সমাজ ভেদে নানা প্রকার আচার-অনুষ্ঠান গত ১৫০০ বছরে মুসলমানদের মধ্যে গজিয়ে উঠেছে। এর কোন দলীল-প্রমাণের ভিত্তি নেই। এর থেকে যুগ-ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। যারা এ ধরণের বেহুদা কার্যকলাপে এবং বেহুদা খরচে লিপ্ত তাদের সম্বন্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন তিনি। তাই এ থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিত।

ভাই অনোয়ার, আশা করি এ জবাব দ্বারা তোমার অন্যান্য প্রশ্নেরও সমাধান হয়ে যাবে!

বিঃ দ্রঃ— গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'খেলাফত কি এবং কেন' প্রবন্ধের লেখক 'ছোটদের পাতার' এক ভাই, দোয়ার জন্যে আবেদন করেছেন, তার পূর্ণ বিবরণ নিম্নে দেয়া হল :

সোহেল মাহমুদ ভূঁইয়া—পিতা পীর মোহাম্মদ ভূঁইয়া
গ্রাম ও পোঃ বিষ্ণুপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

স্নেহের ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি খোদার ফযলে তোমরা সকলে ভালই আছ। নববর্ষে, নতুন ক্লাশে নতুন বই-এর মৌ মৌ গন্ধের পবিত্র পরিবেশে তোমাদের জানাই আমার আন্তরিক মোবারকবাদ। আজ এই পরিণত বয়সেও নতুন ক্লাশের নতুন বই-এর মনভোলানো গন্ধ স্মৃতির মুকুরে অনুভব করছি। বছরের প্রথম থেকেই ভাল ভাবে যারা পড়াশুনা করে বছরের শেষে তারাই ভাল ফল কুড়ায়। তোমরা যারা আহ্‌মদী ছাত্র তোমাদের অতীত ঐতিহ্য রক্ষা করে এখন থেকেই ভালভাবে পড়াশুনা চালিয়ে যাবে যাতে 'দ্রুতগামী খরগোশের মত হয়েও শ্লথগতিসম্পন্ন কচ্ছপের সাথে হেরে' শেষে আফসোস করতে না হয়।

আজকে পুরুলিয়া জামা'তের ভাই আইনুল হক মোহাম্মদ আলী আনোয়ারের কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি :

ইতি

তোমাদের নানা ভাই

প্রশ্ন : ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক বিবাহ না করিয়া কোন মুসলমান নারী পুরুষ বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন করিলে তাহাকে মুসলমান বলা যাইবে কি ?

উত্তর : বিয়ে করা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সুন্নত। তিনি বলেছেন 'লা রাহ্‌বানিয়াতা ফিল ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামে বৈরাগ্য নেই। সুতরাং প্রকৃত মুসলমান হতে হলে একজনকে অবশ্যই বিয়ে করতে হবে। যদি তার যোগ্যতা না থাকে তবে স্বতন্ত্র কথা।

প্রশ্ন : হযরত শাহ্‌ জালাল বিবাহ করিয়াছিলেন কি ?

উত্তর : সঠিক জানা নেই। তবে কথিত আছে যে, তিনি বিয়ে করেন নি।

প্রশ্ন : বিবাহ বৈঠকে কন্যার পিত্রালয়ে বর (জামাতা) কনেকে চেয়ারে বসাইয়া টেবিলের উপরে রুমাল বিছাইয়া উভয়ের মুখে মিষ্টান্ন দেওয়া ও রুমালের উপর টাকা দেওয়া হাদিস মোতাবেক জায়েয কি না ?

উত্তর : মো'মেনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন সে বেহুদা কাজ বা কথা থেকে বিরত থাকে। বিবাহ-সাদীর ব্যাপারে ২টি আনুষ্ঠানিকতাই আমরা শরীয়াতের মধ্যে পেয়ে থাকি। একটি হ'ল

অবশিষ্টাংশ ২৩-এর পাতায় দেখুন

বিজ্ঞপ্তি

নং—১৪৪ (৮৯) তারিখ : ১৩-১-৮৯ইং

জনাব আমীর / প্রেসিডেন্ট / সদর মুরুব্বী / মোয়াল্লেম সাহেব
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া ... .

বিষয় :- **বিভিন্ন জামা'তে স্থানীয় জলসার তারিখ নির্ধারণ।**

প্রিয় ভ্রাতা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ও রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি খোদার ফযলে মঙ্গলমত আছেন।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৬৫ তম বাৎসরিক সালানা ও জুবিলী জলসার তারিখ ৩১শে মার্চ ১৯৮৯ হইতে ৩রা এপ্রিল ১৯৮৯ ইং মোট চারদিন ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মজলিসে আমেলায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত তারিখের মঞ্জুরীর জন্য হুযূর আকদাস (আইঃ)-এর নিকট আবেদন করা হইয়াছিল এবং ১২-১-৮৯ ইং ইহার অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, জুবিলী বৎসর ন্যাশনাল জলসার আগে কোন জলসা করা যাইবে না। সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, ৪ঠা এপ্রিল ৮৯ ইং হইতে ডিসেম্বর ৮৯ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'তের স্থানীয় সালানা জলসা করিতে হইবে। কাজেই যে সব জামা'ত জলসা করিবে সেগুলো যেন নিজেরাই তারিখ নির্ধারণ করিয়া অনুমোদনের জন্য মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট লেখেন। আরও স্থির হয় যে, যে জামা'ত প্রথম অনুমোদন চাহিবে সেই জামা'ত সাধারণতঃ প্রথম জলসা করিবার জন্য অনুমতি পাইবে।

তাই অনুরোধ করা যাইতেছে যে, জলসার তারিখ আপনার মজলিসে আমেলার সাথে পরামর্শ করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব জানান।

আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সকলের হাফেয ও নাসের হউন। আমীন।

ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার

স্বাক্ষর-

মোহাম্মদ শামসুর রহমান
সেক্রেটারী জলসা ও জুবিলী কমিটি ১৯৮৯
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

একটি পত্র ও উহার জবাব

১৫/১২/৮৮

জনাব মিঞা তোফায়ল মোহাম্মদ সাহেব,

আপনার পত্র হযরত ইমাম জামা'তে আহ্‌মদীয়া (আইঃ)-এর খিদমতে পৌঁছিয়াছে। নিম্নে আপনার পত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া হল।

১। আপনি বলেছেন যে, 'আহ্‌মদীদের কুরআনের শব্দগুলো ব্যবহার করার কোন অধিকার নেই' কারণ "আমাদের সংসদ, আমাদের আদালতসমূহ এবং আমাদের ওলামা ও চিন্তাবিদগণ সকলেই মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তাঁর অনুসরণকারীদেরকে ইসলামের গণ্ডীর বাইরে এবং অমুসলিম বলে ঘোষণা করেছেন।"

আপনার এই লিখনি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আপনি কেবল একজন দুনিয়াদার লোক এবং ধর্মকেও রাজনীতির পাল্লায় যাঁচাই করতে জানেন আর সে জন্যেই আপনি খোদা এবং তাঁর রসূলের ফয়সালাসমূহকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সংসদের সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এটা তো সেই সংসদ যার অধিকাংশই ছিল আপনার দৃষ্টিতে ধর্মীয়-জ্ঞান ও আমল বর্জিত। আপনি কুরআন, হাদীস এবং অতীতের সকল ইসলামী নেতৃবৃন্দ থেকে সরে গিয়ে এক অদ্ভুত পথ অবলম্বন করেছেন যে, কোন ব্যক্তি বা কোন জামা'তের মুসলমান হওয়ার ফয়সালা খোদা বা তাঁর রসূল করবেন না, বরং জাতীয় সংসদ, আদালত এবং মুল্লাগণ এ বিষয়ের অধিকারী যে, যাকে ইচ্ছা মুসলমান আখ্যা দেন এবং যাকে ইচ্ছা ইসলামের গণ্ডী থেকে বের করে দেন। জামা'তে আহ্‌মদীয়ার সর্বদা এই নীতি রয়েছে যে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে কলেমা শাহাদত পাঠ করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে, তাঁর নিজেকে মুসলমান বলার অধিকার পৃথিবীর কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। এই হক্ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল তাকে দিয়েছেন, এবং দুনিয়ার কোন সংসদের শক্তি নেই যে এই অধিকার, যা খোদা এবং তাঁর রসূল তাকে দান করেছেন, তা কেড়ে নিতে পারে।

আপনার পত্রে এই নীচ দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় পাওয়া গেল যে, ইসলাম সার্বজনীন ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও আপনি পাকিস্তান সংসদের সিদ্ধান্তকে এই বিশ্ব-ধর্মের উপরে চাপিয়ে দেয়ার ঔদ্ধত্য রাখেন। পাকিস্তানের আইন তো সে দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে যায় না, অন্য দিকে ইসলাম হোল বিশ্ব-ধর্ম। আঁ-হযরত (সাঃ) রহমাতুল্লিল আলামীন ছিলেন। সুতরাং পাকিস্তান বা অন্য কোন দেশ হোক, কারো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কোন প্রভাব ইসলামের উপরে পড়তে পারে না।

২। আপনি লিখেছেন: "আমাদের দৃষ্টিতে মুবাহালা তো দূরে থাক, কোন বহস বা বিতর্কের জন্য নত হওয়াও কুফরীর ন্যায় হবে।"

আপনার এ কথাটিও কুরআন করীম এবং সুন্নতে রসূল (সাঃ)-এর সম্পূর্ণ বিরোধী। আপনার অবস্থা হলো এই যে, যেহেতু আপনি আহ্‌মদীয়াতকে মিথ্যা এবং নিজেকে সত্য বলে পূর্ণ

বিশ্বাস রাখেন, সেহেতু কোন মুবাহালার অবকাশই থাকছে না। আপনি এরূপ বিপজ্জনক নীতি অবলম্বন করে আছেন এবং হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) ও কুরআন করীমের অবমাননা করেছেন যে, আপনার জন্য বেশী বেশী ইস্তেগফার করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। হযরত (সাঃ) যখন নাজরানের খৃষ্টানদেরকে মুবাহালার আহ্বান জানিয়ে ছিলেন, তখন কি নাউযবিল্লাহ্, তাদের মিথ্যা হওয়ার সম্পর্কে এবং নিজের সত্যতার সম্পর্কে কি তাঁর কোন সন্দেহ ছিল? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর নিজের ঈমানের চাইতে কি আপনি অধিক ঈমান রাখেন? আপনার বিশৃঙ্খল মানসিক অবস্থা এবং পরস্পর বিরোধী মনোভাব খুবই দুঃখজনক, এজন্য যে, আলেম বলে পরিচয় দিয়েও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের প্রতি আপনি কত গাফেল।

আপনার পত্রের দ্বিতীয় অংশে যে সকল অপবাদের উল্লেখ করা হয়েছে, উহাতো ঐ সকল অপবাদ যা হর-হামেশা জামা'তের উপরে আরোপ করা হয়ে থাকে! ঐ সকল পীড়াদায়ক ও মিথ্যা অপবাদের জন্যেইতো আপনাদেরকে মুবাহালার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। আপনি আবারও সেই সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করছেন।

হযরত ইমাম জামা'তে আহ্‌মদীয়া ঐ সকল অপবাদের মিথ্যা হওয়ার সম্পর্কে এত নিশ্চিত যে তিনি "লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন" বলেছেন। যদি ওসব অপবাদের সত্য হওয়া সম্পর্কে আপনার এতই বিশ্বাস থেকে থাকে তাহলে 'লানাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন' বলতে আপত্তি কিসের? আলেমুল গায়েব ওয়াশ্, শাহদাহ্ খোদা কি জানেন না যে কে সত্য এবং কে মিথ্যা। আপনার জন্য তো এটা এক উত্তম সুযোগ যে, আপনি হযরত ইমাম জামা'তে আহ্‌মদীয়ার এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে জনসাধারণকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করুন। আমারতো এটা বোধগম্য হচ্ছে না, কেন আপনি বিষয়টিকে ফায়সালার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে নিয়ে যেতে ইতস্তত: করছেন।

খাকসার

স্বাক্ষর—রাশীদ আহমদ চৌধুরী

তাং ১০/১২/৮৮ প্রেস সেক্রেটারী, বিশ্ব আহ্‌মদীয়া জামা'ত

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সংবাদ বুলেটিনের সৌজন্যে)

দাওয়াতে ইলাল্লাহ্

মাহীগঞ্জ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সকল আনসারুল্লাহ্‌র সদস্য ও খোদ্দামদের যৌথ প্রচেষ্টায় এবং মোয়াল্লেম মৌঃ মিজানুর রহমানের নেগরানীতে অত্র এলাকায় ব্যাপক তবলীগের কাজ করা হচ্ছে। এলাকার যে সকল মানুষ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সংবাদ এখনো শুনেন নাই তাদেরকে এ মহা সুসংবাদ অবগত করানো হচ্ছে এবং জামা'তের বহু পুস্তকাদি বিতরণ করা হচ্ছে। হুযুর (আইঃ)-এর তাহরীক মোতাবেক এর সুফলও দেখা যাচ্ছে।

খোদার ফযলে গত ২৮-১০-৮৮ ইং তারিখ বাদ জুমুআ মাহিগঞ্জ মসজিদে দুইজন স্থানীয় ভ্রাতা বয়াত গ্রহণ করিয়া আহ্‌মদীয়া সিলসিলায় দাখিল হইয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ্‌। ফলে উক্ত দুই ভ্রাতার আত্মীয় স্বজন বিশেষভাবে উত্তেজিত হইয়া নানারূপ গাল মন্দ ও অত্যাচারের হুমকী দিতেছে।

আল্লাহ্‌তা'লা যেন নবদীক্ষিত দুই ভ্রাতা ও মাহীগঞ্জ জামা'তের সকলের ঈমানের মজবুতি দান করেন এবং সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে তবলীগের কাজের পথে সকল বাধা-বিপত্তি দুর করিয়া দেন সেজন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করিতেছি।

মিজানুর রহমান, মুয়াল্লীম

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে গত ১১-১১-৮৮ইং তারিখে কার্যোপলক্ষ্যে আমি বাগেরহাট শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। আমি বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে কলেজের শিক্ষকগণকে সম্বোধন করার অনুমতির আবেদন জানাই। তিনি সানন্দে অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর ১২-১১-৮৮ ইং তারিখ সকাল ১১-৩০ ঘটিকার সময় আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে তাঁর অফিসে দেখা করলে তিনি আন্তরিকভাবে আমাকে গ্রহণ করেন এবং কনফারেন্স কক্ষে নিয়ে সেখানে উপস্থিত ৩১ জন কলেজ শিক্ষকের নিকট আমার পরিচয় তুলে ধরেন এবং আমাকে বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। আমি আহ্‌মদীয়া জামা'তের পরিচিতি এবং হুযূর আকদাসের মুবাহালা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখি। আমার বক্তব্য শেষ করার পর মুবাহালা সংক্রান্ত বাংলা পুস্তিকাটির কয়েকটি কপি উপস্থিত শিক্ষকগণের হাতে দেই। অত:পর তারা আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে নানা ধরণের প্রশ্ন করলে আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে আমি তাদেরকে সন্তোষ-জনক উত্তর প্রদান করি। প্রায় দেড় ঘন্টাব্যাপী এই প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠান চলতে থাকে। দু'জন শিক্ষকের বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা আক্রমণাত্মক সুর ছিল। এতদসত্বেও অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। সেদিন আনুমানিক রাত ৮টার সময় উক্ত কলেজের বাংলার অধ্যাপক (যিনি উপরোক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন) মসজিদের একজন ইমাম ও একজন মৌলবী সাহেবকে সঙ্গে করে রেষ্ট হাউসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আমার সাথে রাত ৯টা পর্যন্ত আহ্‌মদীয়াতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করেন। আলোচনায় তাঁরা বিশেষভাবে মুগ্ধ হন এবং আমাকে অনুরোধ করেন ঢাকায় ফিরে গিয়ে আমি যেন তাদের নিকট জামা'তের বই-পুস্তক প্রেরণ করি। বাগেরহাট থেকে ফেরার প্রাক্কালে অন্য আর একটি মসজিদের ইমাম সাহেব আমার সাথে দেখা করেন এবং মন্তব্য করেন "আপনার কলেজের বক্তৃতা সারা শহরে আলোচনার বিষয় হয়ে পড়েছে।" সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

নাজির আহমদ ভূঁইয়া

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে আমি নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে চাখারে অবস্থিত ফজলুল হক সরকারী কলেজে উপস্থিত হই এবং কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমতিক্রমে ২৫-২৬ জন কলেজ শিক্ষকের নিকট আহ্‌মদীয়াত ও মুবাহালার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করি, আমার বক্তব্য সমাপ্ত হওয়ার পর আমি মুবাহালা পুস্তিকাটির ১৩ কপি তাঁদের নিকট বিতরণ করি। কলেজের এই অনুষ্ঠানে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিলেন।

আল্লাহ্‌তা'লা যেন এই অধমের তবলীগি প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে বা-বরকত ও ফলপ্রসূ করেন তজ্জন্য সকল ভাই-বোনের নিকট বিনীত দোয়ার আবেদন জানাই।

—নাজির আহমদ ভূইয়া

সীরাতুন্নাবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ৯-১২-৮৮ ইং তারিখে খোদার ফযলে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে চট্টগ্রামের হালী শহর হালকায় সীরাতুন্নাবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল হাশেম সাহেব। পবিত্র কুর-আন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর স্বাগত ভাষণ দান করেন জনাব ডাঃ এম, আর, শরীফ সাহেব।

সভায় বক্তৃতা করেন :—

১। জনাব জি, এ, খাঁন সাহেব, ২। মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব, ৩। মাওলানা সালেহ্‌ আহ্‌মদ সাহেব, ৪। জনাব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব।

প্রায় ৫০ জন অ-আহ্‌মদী বন্ধু সহ মোট ২৫০ জন লোক উক্ত সীরাতুন্নাবী (সাঃ) জলসা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শ্রবণ করেন। দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। পরে উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, উক্ত হালিশহর হালকায় এর কয়েক দিন পূর্বে ইসলামের বিজয়ের জন্য বা-জামা'ত তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের মাধ্যমে দোয়া করা হয়।

কাওসার আহ্‌মদ

আল্লাহ্‌তা'লার একান্ত অনুগ্রহে 'তারুয়া' লাজনা এমাউল্লাহর সদস্যাদের আগ্রহের ফলে পবিত্র সিরাতুন্নাবী (সাঃ) জলসা গত ৩১/১২/৮৮ইং রোজ শনিবার সাফল্যের সাথে উদ্‌যাপিত হয়।

এই মহান জলসায় সভাপতিত্ব করেন মোহতরমা মোহসেনা বেগম। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ আরম্ভ হয়। ইসলামে নবীর মর্যাদা, রসূল (সাঃ) অত্যাচারিত জীবন এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন বক্তা সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। সভাপতি সাহেবার সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্য্য শেষ হয় এবং সবাইকে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

মোঃ শাহ্‌ আলম

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে গত ২৭-১২-৮৮ইং রোজ বুধবার তারুয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে পবিত্র সিরাতুন্নাবী জলসা জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ আহমদ আলী সাহেব। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে ও নযম পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকে নিয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন জনাব মোস্তফা আলী সাহেব, ন্যাশনাল আমীর এবং আহমদ তৌফিক চৌধুরী প্রমুখ বিভিন্ন বক্তাগণ। জলসায় ১৩৫ জন আনসার, খোদ্দাম ও আতফাল এবং ৪৫ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিল। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

মুহাম্মদ শাহ্‌ আলম মুয়াল্লীম

বগুড়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার কার্য্য বিবরণী

(১লা ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর)

প্রত্যহ ফযরের নামাযের পর কুরআন মজীদের এবং মাগরেবের নামাযের পর হাদীসের দরস দেওয়া হয়। ২৩শে ডিসেম্বর জুমু'আর নামাযের পর মুযাকেরা ইলমীয়া অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আলতাফ হোসেন, জহুরুল হক, আফতাব আহমদ, খন্দকার আজমল হক, এবং সদর মুরব্বী ফারুক আহমদ শাহীদ।

দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র কাজে সর্বজনাব অধ্যাপক রজিবউদ্দিন আহমদ, আলতাফ হোসেন, খন্দকার আজমল হক, আফতাব আহমদ, নূরুল হক প্রমুখের ভূমিকা অগ্রগণ্য। সকল শ্রেণীর শিক্ষিত মহলে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মাওলানা ফারুক আহমদ শাহীদ
সদর মুরব্বী

মুযাকেরা সভা

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে গত ১-১-৮৯ ইং তারিখে ঘাট্‌রা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল জাহের হাজারীর সভাপতিত্বে জনাব এস. এম. জামান সাহেবের স্বনির্মিত একটি ঘরে ঘাট্‌রা আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রায় সকল খোদ্দাম, আনসার, এবং লাজনার উপস্থিতিতে মজলিসে মুযাকেরা অনুষ্ঠিত হয়।

কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। সভার সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। পরিশেষে জনাব জামান সাহেবের পক্ষ থেকে সবাইকে চা পানে আপ্যায়িত করা হয়।

মকবুল আহমদ (কায়েদ)

প্রিয় ইমামের নিকট একটি হৃদয়-বিদারক পত্র

PERSECUTION IN PAKISTAN

1st March 1988,

From **Mrs Mumtaz Faqurallah of Muree.**

Dear Huzur,

Assalamo Alaikum

I have no wish to communicate the sad news to you, but you are the only one to whom I can turn for prayers at this time of grief and misery. It turns my brain to think of the dreadful tragedy that has befallen us recently.

I offered Friday Prayer on February 19th in the beautiful Ahmadiyya mosque but when I went there on the 26th, I found a heap of ash and dust and bare walls. The enemy had set it on fire. I fell down with sudden shock, and was taken to hospital where I was revived after 4 hours.

Huzur, the police have not registered the case yet. The local mullahs have threatened my life, if I do not leave my house and go somewhere else. Huzur I am not afraid of their threats. I go to see mosque daily or whatever is left of it, sit there in silence and shed tears.

The mullahs have announced that no contractor or builder should venture to undertake the job of construction, but I am determined and I have resolved that I would construct the mosque with my bare hands if nobody else comes forward, and I would lay down my life in this cause, and feel it an honour.

পাকিস্তানে যুলুম-অত্যাচার

১লা মার্চ, ১৯৮৮

মিসেস মমতাজ ফাকুরাল্লাহ্‌—মারী থেকে

প্রিয় হুযুর, আসসালামু আলাইকুম,

আপনাকে দুঃসংবাদ জানাতে আমি চাই না, কিন্তু এই দুঃখ ও বেদনার মুহূর্তে আপনিই

একমাত্র ব্যক্তিত্ব যাঁর নিকট দোয়ার জন্য আবেদন করতে পারি। ইদানিং আমাদের উপর যে ভয়ংকর দুর্যোগ নেমে এসেছে তজ্জন্য আমি চিন্তাগ্রস্ত।

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী সুদৃশ্য আহ্‌মদীয়া মসজিদে আমি জুমুআর নামায আদায় করি। কিন্তু ২৬ তারিখে গিয়ে ধূলি-বালির স্তূপ ও নগ্ন দেয়ালগুলি দেখতে পেলাম। শত্রুরা একে জ্বালিয়ে দিয়েছে, এতে ভীষণ আঘাত পেয়ে আমি মাটিতে পড়ে যাই এবং আমাকে হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানে চার ঘন্টা পর জ্ঞান ফিরে পাই।

হুযূর পুলিশ এখনও এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করেনি। স্থানীয় মুল্লারা আমার প্রাণ নাশের হুমকী দিচ্ছে যদি না আমি আমার ঘরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই। হুযূর! আমি তাদের হুমকীতে ভীত নই। আমি প্রতিদিন মসজিদটি অথবা এর ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাই এবং সেখানে বসে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করি।

মুল্লারা ঘোষণা করেছে, কোন ঠিকাদার, নির্মাতা যেন এই মসজিদ পুন-নির্মাণের কাজ না করে। কিন্তু আমি সংকল্পবদ্ধ হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যদি কেউ এগিয়ে নাও আসে তবু আমি স্বহস্তে এ মসজিদ নির্মাণ করব। এ কাজে আমার জীবন বিলিয়ে দিব এবং এতে আমি গৌরব মনে করব।

শোক সংবাদ

অতীব দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে আমার আব্বা বাহারউদ্দীন, গ্রাম-বাঁশের দিয়াড়, জেলা-কুষ্টিয়া গত ১৫/১২/৮৮ইং তারিখে সকাল ৮-৪৫ মিঃ-এর সময় হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। মরহুমের নামাযে জানাযা পড়ান বাহাদুরপুর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্ট মৌঃ মোঃ আবদুল মজীদ সাহেব। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার পুত্র, এক কন্যা এবং অনেক নাতি-নাতনী রেখে গেছেন। মরহুমের রূহের মাগফেরাতের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মোঃ মাহতাব হোসেন

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

উননব্বই সনটি আরও একটি কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা জানি গত বছর ১০ই জুন তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) জামা'তের বিরুদ্ধবাদী, বৈরী এবং মিথ্যা আরোপকারীদের বিরুদ্ধে মুবাহালার প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্-তা'লা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেখাবেন যেন আহ্‌মদীয়াতের সত্যতা সম্বন্ধে কারও কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে। ইতিমধ্যে আমরা অনেক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছি যা আহ্‌মদীয়াতের সত্যতাকে সন্দেহাতীত করেছে। চলতি বছরে ইনশাল্লাহ্ আমরা আরও অনেক নিদর্শন দেখবো যার দ্বারা আহ্‌মদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের সত্যতা চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশিত হয়ে শয়তানী-শক্তির মুখে কালিমা লেপন করে দেবে। এই আশা-আকাঙ্খা, আমল-আখলাক, সর্বোপরি দোয়া নিয়ে আমাদের অগ্রযাত্রা সম্মুখে ধাবমান থাকবে। তাই আমরা উনিশ শ' উননব্বইকে জানাই স্বাগতম — সুস্বাগতম।

সমগ্র বৃটেনে আহ্‌লে সুন্নত মসজিদগুলিতে এবং আহ্‌মদীদের কেন্দ্র সমূহে মুবাহালার দোয়া করা হয়েছে ঃ

আল্লাহ্‌তা'লা এক বছরের মধ্যেই যাতে মিথ্যাবাদীকে ধ্বংস করে দেন এবং কাদিয়ানী ফেতনাকে শেষ করে দেন সে জন্যে দোয়া করা হয় ঃ

লণ্ডন ঃ (মিল্লাত রিপোর্ট) সমগ্র বৃটেনে আহ্‌লে সুন্নত মসজিদগুলিতে এবং জামা'তে আহ্‌মদীয়ার মসজিদগুলিতে জুমুআর দিন (২৩-১২-৮৮) বেলা একটা থেকে দুটো পর্যন্ত মুবাহালার দোয়া করা হয়। লণ্ডনের বিভিন্ন মসজিদে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের প্রখ্যাত আলেম-বৃন্দ মুবাহালার দোয়া করেন এবং কাদিয়ানীয়াতের ধ্বংসের জন্যে রাব্বুল ইজ্জতের নিকট দোয়া করেন। তারা এই বলে দোয়া করেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা মির্যা তাহের আহ্‌মদকে, তার অনুসারীদেরকে এবং কদিয়ানীয়াতকে সর্বকালের জন্য যেন ধ্বংস করে দেন এবং ইসলামী বিশ্বকে এ ফেতনা থেকে মুক্তি দেন ও খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারীদেরকে বিনাশ করে দেন।

জামা'তে আহ্‌মদীয়ার প্রেস সেক্রেটারী রশিদ আহমদ চৌধুরী কর্তৃক একটি প্রেস রিপোর্টে জানা যায় যে, বেলা ১টা থেকে ১-৩০ পর্যন্ত লণ্ডনের মসজিদে ফযলে, আহ্‌মদী নর-নারী ও বাচ্চাদের এক বৃহৎ সংখ্যা মুবাহালার দোয়ায় অংশগ্রহণ করেন। তারা তাদের রাব্বে করীমের নিকট দোয়া করেন—আমাদের মধ্যে যারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত উভয় জগতে যেন তাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়। তাদের সত্যতা দ্বারা যেন সারা জগৎ জ্যোতি-র্ময় হয়। তোমার দৃষ্টিতে আমাদের মধ্যে যে দল মিথ্যাবাদী এক বছরের মধ্যেই যেন তাদের ওপর তোমার আযাব নাযেল হয়। তাদেরকে অপমান এবং লাঞ্ছনার আঘাত হানো। তাদেরকে তোমার আযাব এবং শাস্তি প্রকাশের এমন লক্ষ্যস্থল বানাও যেন এর মধ্যে কোন মানুষের হাত না থাকে। বিশেষ করে সত্যবাদীদলের পক্ষে উহা যেন তোমার কুদরতের বিকাশ হিসাবে প্রদর্শিত হয়।

ইউরোপের অন্যান্য আহ্‌মদী মসজিদসমূহেও এইরূপ দোয়ার খবর পাওয়া গেছে। রশীদ আহ্‌মদ চৌধুরীর বিবৃতি মোতাবেক জানা যায় যে, মির্যা তাহের আহমদ জুমু'আর খুৎবা দেওয়ার প্রাক্কালে জামা'তকে দোয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন — আজ আমরা এই দোয়া করেছি যে, যদি আমরা মিথ্যাবাদী হই তাহলে আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার লা'নত বর্ষিত হউক। আর আমাদের প্রতি লানত বর্ষণকারীগণ যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে খোদাতা'লার লা'নত তাদের উপর বর্ষিত হোক। তিনি বলেন, মুবাহালার চ্যালেঞ্জের পর জামা'ত দোয়ায় নিমগ্ন রয়েছে। যেহেতু আহলে সুন্নত জামা'তের নেতৃবৃন্দ আজ দোয়ার জন্যে সময় নির্ধারণ করেছেন তাই তিনিও ইহা গ্রহণ করতে রাজী হয়েছেন। তিনি বলেন যে, তিনি ঐ সকল বিরুদ্ধবাদীদের জন্যে লা'নত কামনা করেছেন যারা তার উপর লা'নত বর্ষণ করেছেন। তিনি এও দাবী করেন যে, কতিপয় লোক মুবাহালার প্রচার পত্র পাঠ করেই আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করেছেন।

(২৪-২৫ শে ডিসেম্বরের দৈনিক' মিল্লাত পত্রিকার সৌজন্যে, সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ)

একটি প্রশ্নের উত্তর

সাহেবুল কাহ্‌ফ

প্রশ্ন : সকল নবী আরব দেশে আবির্ভূত হয়েছেন এর কারণ কি ?

উত্তর : প্রশ্নটির কোন দলীল-প্রমাণের ভিত্তি নেই। কুরআনের শিক্ষার আলোকে আমরা জানতে পারি যে আল্লাহ্‌তা'লা : (ক) প্রত্যেক জাতির জন্যেই হেদায়াতদাতা পাঠিয়েছেন (সূরা রাদ, ২য় রুকূ)। (খ) অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে রসূল আবির্ভূত করেছেন (সূরা নাহল, ৫ম রুকূ)।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের আরও অনেক ভাষ্য রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক জাতিতে নবী আবির্ভূত হয়ে থাকলে আর জাতিসমূহ বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিধায় কেবল আরব দেশেই যে নবীগণ আবির্ভূত হননি একথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি।

হাদীস পাঠে আমরা জানতে পারি যে, পৃথিবীতে প্রায় একলক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুইলক্ষ চব্বিশ হাজার নবী আবির্ভূত হয়েছেন। আল্লাহ্‌তা'লা হুযুর (সা:)-কে মাত্র ২৭/২৮ জনের নাম অবহিত করেছেন বাকী নবীদের নাম তাঁকে জানাননি (সূরা নিসা ১৬৫ আয়াত)। সুতরাং অন্যান্য দেশে যে নবী আবির্ভূত হননি একথার কোন দলীল পাওয়া যায় না।

দুনিয়াতে কম বেশী প্রায় আড়াই হাজার ধর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। নবীগণের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে ধর্ম শিক্ষা দিয়ে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রী রামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, কনফুসিয়াস, যরথুস্ত্র প্রমুখ নবীগণ এসিয়া মহাদেশে আবির্ভূত হয়েছেন, যারা কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে আসন করে নিয়েছেন। তাদেরকে নবী বলে অস্বীকার করার অবকাশ নেই। বাকী থাকল আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশের কথা। এসব দেশ সম্বন্ধে মানুষ জানতে পারলো মাত্র কিছু দিন পূর্বে। এসব দেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও ধর্মের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে নবী আবির্ভূত না হয়ে থাকলে ঐসব ধর্মের অস্তিত্ব পাওয়া গেল কিভাবে ? নবীদের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌তা'লা নিজের বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে সঠিক ও সময়োপযোগী পথ-নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের জানামতে যত নবী-রসূল এসেছেন তাঁদের প্রায় সকলেরই কর্মক্ষেত্র উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে দক্ষিণ ইউরোপ এবং ভূমধ্যসাগর থেকে আরম্ভ করে এশিয়া মহাদেশের প্রায় গোটা অংশটাতে ছিল। ভৌগলিক অবস্থান থেকেও এটা প্রমাণিত যে আরবভূমি উপরোক্ত বিস্তীর্ণ এলাকার কেন্দ্রভূমি। আরবের মক্কা নগরীকে তাই উম্মুল কুরা বা জনপদ-জননী বলা হয়। এখানে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, একদিন পূর্ণ এবং সত্যিকারের সভ্যতা যা ইসলাম নিয়ে এসেছে তা এই জনপদকে কেন্দ্র করেই বিশ্বের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। বিশ্বের ৫টি প্রাচীন সভ্যতা যথা : মিশরীয়, বেবিলনীয়, পারশ্য, ভারতীয় এবং চৈনিক এই অঞ্চলেই বিকাশ লাভ করেছিল।

সম্পাদকীয়

স্বাগতম উনিশ শ' উননব্বই

দিনের পর রাত আসে, আসে রাতের পর দিন, এ ভাবে দিন, মাস, বছর ক্ষুদ্র তটিনীর স্রোতের মত মহাকালের গর্ভে মিশে যায়। কোন কোন দিন, মাস, বছর ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনে এমন স্বাক্ষর রেখে যায় যা মহাকাল সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয় না। উনিশ শ' উননব্বই সনও আহ্‌মদীয়াত তথা ইসলামের ইতিহাসে একটি চির বহ্নিমান বছর।

জামা'তে আহ্‌মদীয়া এ বছরে এর শতবার্ষিকী কৃতজ্ঞতা ও জুবিলী উৎসব পালন করতে যাচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে, আঠারশ' উননব্বই সনের ২৩শে মার্চ তারিখে লুধিয়ানা শহরে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) প্রথম বয়আত নেয়ার মাধ্যমে এ জামা'তের প্রতিষ্ঠা করেন। আগামী ২৩শে মার্চ আহ্‌মদীয়া জামা'তের একশত বছর পূর্ণ হবে এবং ঐ দিন সারা দুনিয়ার প্রায় পৌণে দু'কোটি আহ্‌মদী আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে জুবিলী উৎসব পালন করবে। এ উৎসব সারা বছর ধরে চলতে থাকবে।

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা করেছিলেন যে, আহ্‌মদীয়াতের দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে আহ্‌মদীয়াত তথা ইসলামের বিশ্ব-বিজয় শুরু হবে এবং তৃতীয় শতাব্দীতে ইহা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করবে অর্থাৎ তখন দুনিয়াতে একটাই ধর্ম থাকবে সেটা হবে ইসলাম। আজ থেকে ষোল বছর পূর্বে ১৯৭৩ সনে এই উৎসবের ঘোষণা করতে গিয়ে আহ্‌মদীয়া জামা'তের তৃতীয় খলীফা হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ (রাহঃ) বলেছিলেন—"আমাদের সাথে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, আমাদের জামা'তী জীবনের দ্বিতীয় শতাব্দী ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের শতাব্দী হবেই এবং তখন দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলামের পতাকার নীচে এসে যাবে।" (২৮-৩-৮২ তারিখে প্রদত্ত ৬২ তম মজলিসে শোরার সমাপ্তি ভাষণ থেকে)

হুযূর (রাহঃ)-এর এই ঘোষণার পর শয়তানী-শক্তি আহ্‌মদীয়াতকে দুনিয়া থেকে চিরতরে মিটিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। ১৯৭৪ সনে ভুট্টো সরকার আহ্‌মদীয়া জামা'তকে 'নট মুসলিম মাইনরিটি' ঘোষণা করল। শয়তানী-শক্তি মনে করল তারা সফল হয়েছে এবং জামা'তের অগ্রগতিকে থামিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু দশ বৎসর পরেও যখন সে দেখল যে, জামা'ত ধ্বংসতো হয়নি বরং 'নট মুসলিমের' দেয়াল উপ্‌চে তা চতুর্দিকে তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই শয়তানী-শক্তি তার সমগ্র শক্তিকে সমন্বিত করে ১৯৮৪ সনে জামা'তের সমস্ত ন্যায্য অধিকার খর্ব করে এর বিরুদ্ধে কুখ্যাত এক 'ডিক্রী' জারী করে, একথা সবারই জানা। এর পরও তারা পারেনি জামা'তের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করতে, পারেনি তারা সত্যের অনির্বাণ শিখাতে ফুৎকারে নিবিয়ে দিতে। জামা'ত ১৯৮৮ সনে ১৯৭টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এর প্রবৃদ্ধি এখন জ্যামিতিক হারে এগিয়ে চলছে, চলবে (ইনশাল্লাহ্) সত্যানুসন্ধিৎসুগণের জন্যে এর মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

(অবশিষ্টাংশ ৩২ এর পাতায় দেখুন)

আহ্‌মদী

15th January 1989

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। ক্বিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনি ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka- 1211
Phone No. 501379, 502295

সম্পাদক ঃ এ, এইচ, মোহাম্মদ আলী আনওয়ার
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Editor : A. H. Mohammad Ali Anwar.
Editor : Moqbul Ahmad Khan